ইতিহাস ঘটার আগেই তার শিক্ষা দেওয়া

প্রভু যা প্রকাশ করেছেন
আগামী দিনগুলো সম্পর্কে

লেখক: সি. লিউক হামফ্রেস

কপিরাইট © ২০২৬ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান সাপেক্ষে, এই বইটির স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকের পূর্বানুমতি ছাড়াই এর সম্পূর্ণ প্রকাশনা যেকোনো বিন্যাসে, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো উপায়ে অনুলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যেতে পারে।

সমস্ত ছবি এবং উদ্‌ধৃত লেখা তাদের নিজ নিজ স্বত্বাধিকারীর সম্পত্তি এবং এগুলো ফেয়ার ইউজ (১৭ ইউএস কোড § ১০৭) নীতির অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে, যা সমালোচনা, ভাষ্য, সংবাদ প্রতিবেদন, শিক্ষাদান বা গবেষণার মতো উদ্দেশ্যে অনুমতি ছাড়াই কপিরাইটযুক্ত উপাদানের সীমিত ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। কোনো কপিরাইট লঙ্ঘনের উদ্দেশ্য নেই।

বিষয়বস্তু

ভূমিকা

নিকট ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে

ড্যানিয়েলের ৭০ তম সপ্তাহ

দুইজন সাক্ষী কারা?

কাউকে কীভাবে বলবেন যে যিশু ২০৩০ সালে ফিরে আসছেন

- আপত্তি ১: "দিন ও ঘণ্টা কেউ জানে না"
- আপত্তি ২: "যিশু রাতের অন্ধকারে চোরের মতো আসেন"
- আপত্তি ৩: "নিষ্ক্রিয় থাকা ভালো; সময়কে বোঝার কোনো প্রয়োজন নেই।"
- আপত্তি ৪: "অতীতে যারা তারিখ নির্ধারণ করেছেন তারা ভুল করেছেন।"
- আপত্তি ৫: "তুমি বিশেষ কেউ নও; ঈশ্বর তোমার সাথে কথা বলছেন না।"
- বেরিয়ান প্রতিক্রিয়া

২০৩০ কেন?

৭ বছরের মহাক্লেশ নেই

ইসলাম সম্পর্কে কী বলবেন?

বাইবেলে কি সত্যিই পারমাণবিক যুদ্ধের কথা বলা আছে?

উপসংহার

ভূমিকা

আমি কে, তা আপনাদের বলি, কারণ আমি কেন আপনাদের সামনে এটি উপস্থাপন করার যোগ্য, তা আপনাদের জানা প্রয়োজন। আমি সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন গোয়েন্দা বিশ্লেষক এবং কোরিয়ান ভাষাবিদ (98C1L), পরে আমার দ্বিতীয়বার সেনাবাহিনীতে যোগদানের সময় দারি ভাষাবিদ ছিলাম। আমার স্ত্রী মনে করেন আমি কিছুটা অটিস্টিক, এবং আমিও তার সাথে একমত—আমার মনটা এমন যে, সবকিছু ঠিকঠাকভাবে মিলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি বিভিন্ন প্যাটার্ন এবং খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মগ্ন থাকি। আমি ২০১৫ সাল থেকে একজন পূর্ণকালীন ধর্মপ্রচারক, এবং ২০২০ সালের মার্চ মাসে ঈশ্বর আমাকে আমার ধর্মপ্রচারের খরচ চালানোর জন্য অ্যামাজনে পণ্য বিক্রি করতে বলেন। তাঁর কৃপায়, আমি গত ছয় বছরে ২০ লক্ষ ডলারেরও বেশি মূল্যের পণ্য বিক্রি করেছি। আমি অনুদান হিসেবে এক পয়সাও গ্রহণ করিনি, এবং প্রভু চাইলে, ভবিষ্যতেও করব না। এটি আমাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখে এবং প্রতিদিন ৬ ঘণ্টারও বেশি সময় অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে উৎসর্গ করার সুযোগ করে দেয়।

২০২৫ সালের মার্চ মাসে, আমি হঠাৎ করে ‘মেসায়া ২০৩০’ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল খুঁজে পাই। আমি প্রায় চ্যানেলটি এড়িয়েই যাচ্ছিলাম—ভাবলাম, এটা হয়তো শুধু তারিখ ঠিক করার একটা ভিডিও—কিন্তু কী যেন আমাকে চ্যানেলটি ক্লিক করতে বাধ্য করল। ছয় ঘণ্টার ভিডিও দেখার পর, আমি চেয়ারে হতবাক হয়ে বসে রইলাম। আমার জীবনে প্রথমবারের মতো, ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ষপঞ্জি আমার কাছে পুরোপুরি বোধগম্য হলো। যিশুর প্রথম ও দ্বিতীয় আগমনের দিকে নির্দেশকারী বায়ান্নটি ভবিষ্যদ্বাণী, সবগুলোই একটি নির্দিষ্ট তারিখে এসে মিলিত হচ্ছে: ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০৩০। আমি এখন পর্যন্ত সেই ভিডিওগুলো ১.৭৫ গুণ গতিতে নব্বই বারেরও বেশি দেখেছি। প্রথমে, আমি যা শুনছিলাম তা বাতিল করার জন্য কোনো ভুল মতবাদ বা ভ্রান্ত শিক্ষা—কিছু একটা—খুঁজছিলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না। পরিবর্তে,

আমি সেই হারানো অংশটি খুঁজে পেলাম যা আমি আমার পুরো ধর্মপ্রচার জীবনে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। নিচের লিঙ্ক ও কিউআর কোডটি দেখুন।

আমি বিশ্বাস করি, অন্যান্য পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা যা কিছু বুঝেছেন, ঈশ্বর আমাকে ঠিক সেই ব্যক্তি হিসেবেই গড়ে তুলেছেন, যিনি সেগুলোকে একত্রিত করতে পারেন। এই বিষয়গুলো কীভাবে একে অপরের সাথে খাপ খায়, তা নির্ধারণ করতে আমি ধর্মগ্রন্থের উপর আমার বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা প্রয়োগ করেছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমি তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝেছি এবং বিশ্বস্ততার সাথে এখানে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি।
আমার যোগাযোগের তথ্য দেওয়া আছে, তাই আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। বিষয়টিকে এক কথায় নাকচ করে দেবেন না; সেটা খুবই বোকামি হবে। এটা বুঝতে চেষ্টা করতে হয়। এটা কিন্ডারগার্টেন নয়, এটা স্নাতকোত্তর পড়াশোনা।
info@plperoxide.com

এখানে মেসায়া ২০৩০-এর সেই তিনটি প্রধান ভিডিও দেওয়া হলো, যা আমার জন্য সবকিছু বদলে দিয়েছে:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgrdwDhdrOUnMNqpGm93UzxK8sCdLtqJo

আপনি যদি আমার সেবাকার্যকে সমর্থন করতে চান, আপনি এখানে কেনাকাটা করতে পারেন:

https://www.amazon.com/dp/B08C81MCPL

অথবা এখানে:

https://www.amazon.com/dp/B0FPGDKQX3

এই হলো আমার ইউটিউব চ্যানেল:

https://www.youtube.com/@purelife2030

নিকট ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে

২৭-২৮ মার্চ, ২০২৭ :

ধ্বংসের ঘৃণ্য বস্তুটি আবির্ভূত হয়।
অ্যান্টি-ক্রাইস্টের প্রকাশ ঘটে।
১,২৯০ দিনের গণনা শুরু হলো।

এসি-টি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য লোকজন প্রায় ৩০ দিন সময় পাবেন।
এটাই হলো মণ্ডলীর " ধর্মত্যাগ " বা "বিপথগমন"।

- লোকেরা পক্ষ নেবে।
  - মুসলিম , যীশুকে প্রত্যাখ্যানকারী ইহুদি এবং ক্যাথলিকরা অটোমান কমিউনিস্ট পার্টি এবং নব্য-অটোমান পশুকে তাদের কর্তৃত্ব ও সমর্থন দেবে। অনেক ভণ্ড "খ্রিস্টান" তাদের সাথে যোগ দেবে।
  - প্রকৃত খ্রিষ্টানরা বাইবেলের সত্য ও বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে এবং অহিংসা ছাড়াই অধ্যবসায় করবে ।
    প্রকাশিত বাক্য ১৩:১০।
  - নিরপেক্ষ বা গুপ্তরা কেবল লুকিয়ে থেকে এই অশান্তি থেকে স্বাধীন থাকার চেষ্টা করবে। এরাই প্রধানত সহস্রাব্দ রাজ্যে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করবে, যেমন—হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক ইত্যাদি।

২৭-২৮ এপ্রিল, ২০২৭ :

শেষের বর্ষণ নেমে আসে।
১,২৬০ দিনের গণনা শুরু হলো।

প্রেরিত ২ অধ্যায়ে প্রভুর প্রেরিতদের যে ধরনের ***শক্তি দেওয়া হয়েছিল***, ঠিক সেই ধরনের শক্তিই তাঁর বিশ্বস্ত দাসদের দেওয়া

হবে এবং আমরা ১,২৫০ দিন ধরে তাঁর চেয়েও মহত্তর কাজ করব। তবে,

- প্রতি ৭ জন "খ্রিস্টানের" মধ্যে মাত্র ২ জন (~২৮%) প্রাথমিকভাবে এই শক্তি লাভ করবে। প্রকাশিত বাক্য ১:২০
    - অবশিষ্টদের মধ্যে কয়েকজনকে এই ক্ষমতা গ্রহণ করতে ও মেনে নিতে শিক্ষিত ও রাজি করাবো ।
- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মেরুকরণ ঘটবে।
    - উদারপন্থী ও পাপ-সমর্থনকারীরা ইসলামকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে যোগ দেবে, শাহাদা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহকেই ইয়াহওয়ে বলে দাবি করে খ্রিস্টীয় ঐক্যের প্রচার করবে।
    - রক্ষণশীল ও বাইবেল-সমর্থক ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে প্রেমময় ও দয়ালু দূতদের একটি দল গঠন করবে, যারা দীনহীনদের আরোগ্য দান করবে, আহার জোগাবে এবং ভালোবাসবে।
    - যারা নিষ্ক্রিয় ও অমনোযোগী ছিল, তারা হয়তো অনুতপ্ত হওয়ার আরেকটি সুযোগ পেতে পারে। হয়তো।
- আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে পথভ্রষ্টদের খুঁজে বের করা ও উদ্ধার করা। আমরা সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকাগুলোতে (সন্ত্রাসী ইসলামিক ঘাঁটি) যাবো এবং অসুস্থদের আরোগ্য দান, ভূত তাড়ানো, অন্ধত্ব, বধিরতা, রোগ নিরাময় ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে যিশুর কাছে নিয়ে আসবো।
    - লক্ষ লক্ষ মানুষ রক্ষা পাবে এবং অলৌকিক ঘটনার ভিডিও প্রমাণ বিশ্বজুড়ে ভাইরাল হবে।
    - যারা এইভাবে পরিত্রাণ পাবে, তারা পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং কোটি কোটি মানুষকে রক্ষা

করবে।

- এককভাবে অথবা জোড়ায় ও ছোট ছোট দলে আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব পরিচর্যার ক্ষেত্র থাকবে। আমরা প্রত্যেকে সেই ক্ষেত্রগুলোতে পূর্ণরূপে সাক্ষ্য দেব এবং যখন আমরা কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য প্রভুর নির্ধারিত পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করব, তখন শত্রুর দ্বারা পরাভূত ও নিহত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে, যা আমাদেরকে সম্মানের সাথে নিজ গৃহে ফেরত পাঠাবে।
- এই সাড়ে তিন বছর ধরে সাক্ষীরা নিজ নিজ এলাকায় সাক্ষ্য দেবে এবং মৃত্যুবরণ করবে। মুসলিমদের হাতে আমরা নিহত হব, কিন্তু কেবল তখনই যখন আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেবেন যে সময় হয়েছে এবং আমরা যথেষ্ট করেছি। এই সাড়ে তিন বছর ধরে আমাদের মৃতদেহ দাফন করা হবে না এবং মুসলিমরা একে অপরকে বিজয়সূচক উপহার দেবে। তারা মনে করবে যে তারা বিজয়ী হয়েছে এবং আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য...যতক্ষণ না আমাদের পুনরুত্থান হয়।

- কেবলমাত্র খ্রিষ্টের সেই যোদ্ধারাই আগত শক্তির যোগ্য হবেন, যারা আমাদের আক্রমণকারীদের পুড়িয়ে মারার আদেশ দিতে ভয় পান না।
    - আমরা এই সহজ সত্যে সান্ত্বনা খুঁজে নেব: কাউকে “পুড়ে ছাই!” বলে আদেশ দিলেও তার কোনো লাভ হবে না, যদি ঈশ্বর আমাদের এই মূল্যায়নের সাথে একমত না হন যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য। শুধু একটি শব্দ চিৎকার করে বলার জন্য আমাদের খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। একমাত্র ঈশ্বরই কোনো ব্যক্তিকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং আমাদের রক্ষা করেন।

- বিশ্বকে এটা দেখানো যে ঈশ্বরের ধৈর্যেরও সীমা আছে, তা লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিত্রাণের পথে আনতে সাহায্য করবে। ভালোবাসা হলো প্রধান কৌশল, কিন্তু প্রতিশোধও কার্যকর।

২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০৩০ :

আজ ইয়োম তেরুয়াহ, তূরীধ্বনির দিন।
আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

পুনরুত্থান, মহাপ্রত্যাবর্তন এবং প্রত্যাবর্তনের (RRR) সময় হবে ১,২৫০ দিন ধরে সাক্ষ্য দেওয়ার পর, কারণ ১,২৬০ দিন "ভয়ের দশ দিন" দ্বারা "সংক্ষিপ্ত" হয়ে যাবে, যে সময়ে আমরা যিশাইয় ২৬:১৯-২১ অনুসারে দরজা বন্ধ করে আমাদের ঘরে বা কক্ষে সুরক্ষিত থাকব, যখন ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ বর্ষণ করবেন। শুধুমাত্র এই দশ দিনই তাঁর ক্রোধ। মহাক্লেশের বাকি সময়টা শয়তানের ক্রোধ, কারণ তাকে স্বর্গে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হবে এবং সে জানবে যে তার হাতে খুব অল্প সময় আছে।

যিশাইয় ২৬:১৯ – তোমাদের মৃতেরা জীবিত হবে;
তাদের মৃতদেহগুলো জেগে উঠবে।
হে ধূলিতে শায়িত, জেগে ওঠো এবং আনন্দে চিৎকার করো,
কারণ তোমার শিশির ভোরের শিশিরের মতো,
এবং পৃথিবী মৃত আত্মাদের জন্ম দেবে।
যিশাইয় ২৬:২০ – এসো, আমার লোকেরা, নিজেদের ঘরে প্রবেশ করো।
এবং আপনার পেছনের দরজাগুলো বন্ধ করে দিন;
কিছুক্ষণের জন্য লুকিয়ে থাকো
যতক্ষণ না ক্ষোভের অবসান ঘটে ।
যিশাইয় ২৬:২১ – কারণ দেখ, সদাপ্রভু তাঁর স্থান থেকে বের হতে চলেছেন।
পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দিতে;
এবং পৃথিবী তার রক্তপাত প্রকাশ করবে
এবং তার নিহত দেহ আর ঢাকবে না।

ই **অক্টোবর , ২০৩০** (হামাসের আক্রমণের ৭ বছর পর):
আজ ইয়োম কিপ্পুর, প্রায়শ্চিত্তের দিন।
সহস্রাব্দ রাজ্যের সূচনা

আমি বিশ্বাস করি, যেহেতু যিশাইয় বলেছেন, “তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ কর এবং তোমাদের দরজাগুলো পিছনে বন্ধ কর,” তাই আমরা নতুন জেরুজালেমের স্বর্ণ নগরীতে আমাদের কক্ষগুলোর ভিতরে মাত্র দশটি সংক্ষিপ্ত দিনের জন্য থাকব। ইহুদিদের উৎসবের দিনগুলোর (মোয়েদিম / מועדים) মধ্যে কেবল একটি জোড়াই দশ দিনের ব্যবধানে পড়ে: রোশ হাশানাহ বা নববর্ষের দিন, যা ১ তিশ্রেই তারিখে পড়ে এবং ইয়োম তেরুয়াহ বা তূরীধ্বনির দিন নামেও পরিচিত, এবং ইয়োম কিপ্পুর বা প্রায়শ্চিত্তের দিন, যা ১০ তিশ্রেই তারিখে পড়ে।

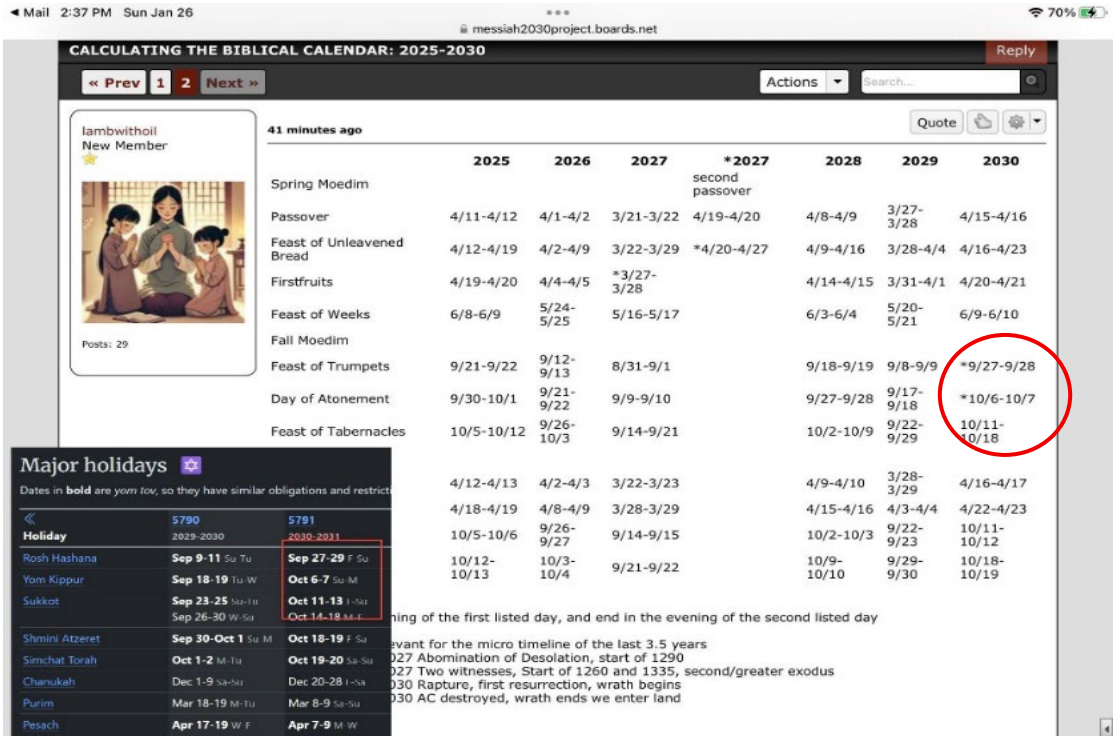

◄ Mail 2:37 PM Sun Jan 26 ••• 70%

messiah2030project.boards.net

CALCULATING THE BIBLICAL CALENDAR: 2025-2030 Reply

« Prev 1 2 Next » Actions Search...

Iambwithoil
New Member

Posts: 29

41 minutes ago Quote

	2025	2026	2027	*2027 second passover	2028	2029	2030
Spring Moedim							
Passover	4/11-4/12	4/1-4/2	3/21-3/22	4/19-4/20	4/8-4/9	3/27-3/28	4/15-4/16
Feast of Unleavened Bread	4/12-4/19	4/2-4/9	3/22-3/29	*4/20-4/27	4/9-4/16	3/28-4/4	4/16-4/23
Firstfruits	4/19-4/20	4/4-4/5	*3/27-3/28		4/14-4/15	3/31-4/1	4/20-4/21
Feast of Weeks	6/8-6/9	5/24-5/25	5/16-5/17		6/3-6/4	5/20-5/21	6/9-6/10
Fall Moedim							
Feast of Trumpets	9/21-9/22	9/12-9/13	8/31-9/1		9/18-9/19	9/8-9/9	*9/27-9/28
Day of Atonement	9/30-10/1	9/21-9/22	9/9-9/10		9/27-9/28	9/17-9/18	*10/6-10/7
Feast of Tabernacles	10/5-10/12	9/26-10/3	9/14-9/21		10/2-10/9	9/22-9/29	10/11-10/18
	4/12-4/13	4/2-4/3	3/22-3/23		4/9-4/10	3/28-3/29	4/16-4/17
	4/18-4/19	4/8-4/9	3/28-3/29		4/15-4/16	4/3-4/4	4/22-4/23
	10/5-10/6	9/26-9/27	9/14-9/15		10/2-10/3	9/22-9/23	10/11-10/12
	10/12-10/13	10/3-10/4	9/21-9/22		10/9-10/10	9/29-9/30	10/18-10/19

...ning of the first listed day, and end in the evening of the second listed day

...evant for the micro timeline of the last 3.5 years
...027 Abomination of Desolation, start of 1290
...027 Two witnesses, Start of 1260 and 1335, second/greater exodus
...030 Rapture, first resurrection, wrath begins
...030 AC destroyed, wrath ends we enter land

Major holidays

Dates in **bold** are *yom tov*, so they have similar obligations and restrict...

Holiday	5790 2029-2030	5791 2030-2031
Rosh Hashana	**Sep 9-11** Su Tu	**Sep 27-29** F Su
Yom Kippur	**Sep 18-19** Tu W	**Oct 6-7** Su M
Sukkot	**Sep 23-25** Su-Tu Sep 26-30 W-Su	**Oct 11-13** F-Su Oct 14-18 M-F
Shmini Atzeret	**Sep 30-Oct 1** Su M	**Oct 18-19** F Sa
Simchat Torah	**Oct 1-2** M-Tu	**Oct 19-20** Sa-Su
Chanukah	Dec 1-9 Sa-Su	Dec 20-28 F-Sa
Purim	Mar 18-19 M-Tu	Mar 8-9 Sa-Su
Pesach	**Apr 17-19** W F Apr 20-23 Sa-Tu **Apr 23-25** Tu-Th	**Apr 7-9** M W Apr 10-13 Th-Su **Apr 13-15** Su-Tu
Shavuot	**Jun 6-8** Th-Sa	**May 27-29** Tu-Th
Tish'a B'Av	Aug 7-8 W Th	Jul 28-29 M Tu

ড্যানিয়েলের ৭০ তম সপ্তাহ

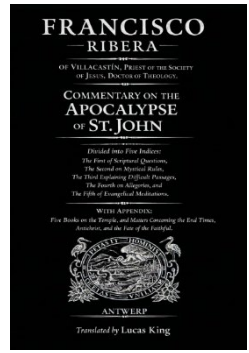

জেসুইট যাজক ফ্রান্সিসকো রিবেরা ডি ভিলাকাস্টিন (1537-1591)

https://sites.google.com/site/thefinishedworkofchrist/the-man-who-invented-the-rapture

এবং জন নেলসন ডার্বি (১৮০০-১৮৮২) পোপদের ব্যতীত ইতিহাসে অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে খ্রিস্টানদেরকে বেশি বিভ্রান্ত করেছেন। রিবেরার রচনাগুলো লুকাস কিং অনুবাদ করেছেন, যিনি লিখেছেন, “জেসুইট ফ্রান্সিসকো রিবেরার ‘সেন্ট জনের অ্যাপোক্যালিপ্স-এর ভাষ্য’ প্রতি-সংস্কার আন্দোলনের সময় প্রকাশিত বাক্যের একটি নতুন অন্তিম-সময়ের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। এই লেখাটি ফিউচারিজমের মূল উৎস হিসেবে প্রকাশিত হয়, যা **ডিসপেনসেশনালিজমের প্রণেতা হিসেবে রোমকে উন্মোচন করে** ।” যেমনটি আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব, অন্তিম-সময়ের ধর্মত্যাগের কেন্দ্রবিন্দুতেও রোম রয়েছে।

১৮৯০ সালে প্রকাশিত ডার্বির বাইবেল অনুবাদটি স্কোফিল্ড বাইবেলকে (১৯০৯) প্রভাবিত করেছিল এবং এর সাথে আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যা আমেরিকার সেমিনারীগুলোতে ব্যাপকভাবে

ব্যবহৃত হতো এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সদিচ্ছাসম্পন্ন যাজকদের মতবাদকে কলুষিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, আপনার এই অধম লেখক টেক্সাসের ডেন্টনের ডেন্টন বাইবেল চার্চে খ্রীষ্টের পথে পরিচালিত হয়েছিলেন, যার তৎকালীন যাজক ছিলেন টমি নেলসন থিওলজি মাস্টার (ThM), যিনি ডালাস থিওলজিক্যাল সেমিনারী (DTS) থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যা স্কোফিল্ডের অনুসারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। DTS ডিসপেনসেশনালিজমের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, যার বাইবেলীয় শিক্ষার ভিত্তি ছিল স্কোফিল্ড বাইবেল। এর ফলে দুই দশক ধরে আমার বাইবেলের মতবাদ ভ্রান্ত ছিল, আমি বিশ্বাস করতাম যে আমি যত খুশি পাপ করতে পারি এবং পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আগেই আমাকে তুলে নেওয়া হবে।

অন্যান্য যে সেমিনারীগুলো ত্রুটিপূর্ণ যাজক তৈরি করেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মুডি বাইবেল ইনস্টিটিউট, দ্য মাস্টার্স সেমিনারি, শেফার্ডস থিওলজিক্যাল সেমিনারি, চেফার থিওলজিক্যাল সেমিনারি, মারানাথা ব্যাপটিস্ট সেমিনারি, ফিলাডেলফিয়া স্কুল অফ দ্য বাইবেল (বর্তমানে কেয়ার্ন ইউনিভার্সিটি), বায়োলা এবং অন্যান্য ব্যাপটিস্ট সেমিনারী।

কোটি কোটি খ্রিস্টানকে এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করা হয়েছে যে, দানিয়েলের ৭০ তম সপ্তাহের কোনো অংশই এখনো সম্পূর্ণ হয়নি এবং এটি এখনো সম্পূর্ণরূপে ভবিষ্যতের বিষয়। দানিয়েল ৯:২৬ পদে থাকা "পরে" শব্দটির ব্যবহারে এটি একটি মৌলিক ভুল: "**তারপরে** "বাষট্টি সপ্তাহ ধরে মসিহকে ছেদন করা হবে..." অধিকাংশই ধরে নিয়েছেন যে "পরে" বলতে বোঝানো হয়েছে *ঠিক পরেই*, অর্থাৎ একদম পরের দিন। কিন্তু আমাদের এই সুস্পষ্ট সত্যটি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে, যিশুর পরিচর্যা ২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রায়শ্চিত্তের দিনে তাঁর আবির্ভাব থেকে শুরু হয়ে ৩০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল, নিস্তারপর্বে তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল... যা *ঠিক* সাড়ে তিন বছরের সমান।

তম সপ্তাহের ‘পরে’ ছেদন করার কথা ছিল , তাহলে এর সাড়ে তিন বছর পরেও কি তা ‘পরেই’ থাকছে না? স্পষ্টতই, মাত্র সাড়ে তিন বছরই বাকি আছে।

এই কারণেই আমাদের দশবার বলা হয়েছে যে মহাক্লেশের সময়কাল হবে ১,২৬০ থেকে ১,২৯০ দিন। অতিরিক্ত ৩০ দিন হলো শুধুমাত্র ধর্মত্যাগের সময়, যখন এসি প্রকাশিত হবে।

অনেক খ্রিস্টান মহাক্লেশের পূর্বে মণ্ডলীকে পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হবে বলে বিশ্বাস করেন। এটা নিছকই অলীক কল্পনা এবং পুরোপুরি অলীক। আমি এমন কয়েকটি শাস্ত্রীয় অনুচ্ছেদের উদ্‌ধৃতি শুনেছি যা তাদের দাবি অনুযায়ী তাদের ইচ্ছাকে সমর্থন করে, কিন্তু সেগুলোর সবই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

1. প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের ৩য় অধ্যায়ের পর মণ্ডলীর উল্লেখ পাওয়া যায় না।
    a. এটা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে খারাপ। অধ্যায় ৩-এ যোহন ঠিক সাতটি সমসাময়িক মণ্ডলীকে চিঠি লেখা শেষ করেছেন। মণ্ডলী যদি পৃথিবীতে না থাকে, তবে তাদের অতীতের জন্য অনুতাপ করার জন্য কেন তাদের কাছে চিঠি লেখা হচ্ছে? আবারও, জন নেলসন ডার্বির সেই বিকৃত শিক্ষা, যিনি ‘ক্লেশকালীন সাধু’ ধারণাটি তৈরি করেছেন, তার কুৎসিত রূপ প্রকাশ পায়। তথাকথিত ‘ক্লেশকালীন সাধু’রা হলেন নতুন বিশ্বাসী এবং তাদের এখনও এমন কিছুর জন্য অনুতাপ করার নেই যা পরিত্রাণ পাওয়ার সময়ই ক্ষমা করা হয়নি। তারা পথভ্রষ্ট হননি বা প্রথম কালে করা তাদের কাজগুলো ভুলে যাননি।
    b. পঞ্চম সীলমোহরে এমন শহীদরা আছেন যারা সুসমাচারের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পশুর চিহ্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। প্রাক-

ক্লেশবাদীরা মনে করেন যে, মহাক্লেশের সময়ে মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেকেই একজন ক্লেশকালীন সাধু, এবং তারা এমন কেউ নন যিনি খ্রিষ্টারিষ্টের চুক্তি করার পূর্বে বিশ্বাসে এসেছিলেন।

c. প্রকাশিত বাক্য ৭:৯ পদে বলা হয়েছে, মহাক্লেশ থেকে অগণিত লোক বেরিয়ে এসেছে। আবারও "ক্লেশের সাধুগণ"। বোধগত অসঙ্গতি।

d. প্রকাশিত বাক্য ১১:৩ পদে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের দুজন সাক্ষী কাজ করতে যাবেন। তাঁরা হলেন মণ্ডলী—যিহূদী ও পরজাতি।

e. প্রকাশিত বাক্য ১২ – এই অধ্যায়ে ২,০০০ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে এবং সেটিকে "সেই নারীর বাকি সন্তানদের" সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ১৭ " সুতরাং সেই নাগটি সেই নারীর উপর ক্রুদ্ধ হল , এবং তার বাকি সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলে গেল, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে এবং যিশুর সাক্ষ্যকে ধরে রাখে।" মহাক্লেশের সাধুগণ, আবার। হাহা ।

f. প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের ৩য় অধ্যায়ের পর মণ্ডলীর উল্লেখ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৪ পদে বলা হয়েছে, "তখন আমি তাকালাম, আর দেখলাম, একটি শ্বেত মেঘ; এবং সেই মেঘের উপরে মনুষ্যপুত্রের মতো একজন বসে আছেন; তাঁর মাথায় সোনার মুকুট এবং হাতে একটি ধারালো কাস্তে। ১৫ আর মন্দির থেকে আর একজন দূত বেরিয়ে এসে মেঘের উপরে উপবিষ্ট তাঁকে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, 'আপনার কাস্তে চালান এবং শস্য কাটুন, কারণ শস্য কাটার সময় এসে গেছে, কেননা পৃথিবীর ফসল পেকেছে।' ১৬ তখন মেঘের উপরে উপবিষ্ট তিনি পৃথিবীর উপর তাঁর কাস্তে চালালেন,

এবং পৃথিবীর শস্য কাটা হয়ে গেল।” এটাই হলো সমগ্র মণ্ডলীর মহাপ্রত্যাগমন, শুধু মহাক্লেশের সাধুদের মহাপ্রত্যাগমন নয়।

2. ২৪ জন প্রাচীন মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এটি স্বর্গে অবস্থিত।
    a. তারা দাবি করে যে ২৪ জন প্রাচীন হলেন ইসরায়েলের ১২ জন পুত্র এবং ১২ জন প্রেরিত। যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে দান বা ইফ্রয়িম এর অন্তর্ভুক্ত কিনা, তখন তারা উত্তর দিতে পারে না।
    b. এছাড়াও, যোহন নিজেকে বারোজন প্রেরিত-প্রাচীনের একজন হিসেবে দেখতেন কি না, এই প্রশ্ন করা হলে তাদের কাছে কোনো উত্তর ছিল না।
3. বিচারের দিনে ঈশ্বর যিশুর স্ত্রীকে প্রহার করবেন না।
    a. এই ব্যাপারে আমি আসলে একমত, কিন্তু তারা পুরো ১,২৬০ দিনকেই ঈশ্বরের ক্রোধের সময় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, যা ঠিক নয়। প্রথম ১,২৫০ দিন হলো শয়তানের ক্রোধ, এবং কেবল শেষ দশ দিনই ঈশ্বরের ক্রোধ।
    b. ঈশ্বর তাঁর পাত্রের বিচার বর্ষণ করার পূর্বে অবশ্যই তাঁর মণ্ডলীকে তুলে নেবেন। সীলমোহর ও তূরীগুলো কেবল পৃথিবীতে যা ঘটছে তারই বিবরণ দিচ্ছে , এগুলো এই দাবি করছে না যে ঈশ্বরই এই সবকিছুর কারণ।
4. ঈশ্বর নূহ, লোট ও রাহাবকেও ঠিক সময়ে উদ্ধার করেছিলেন।
    a. নূহ, রাহাব ও লোট তাঁদের কর্মজীবন ও পরিবারবর্গকে হারান, এক বছর জাহাজে বন্দী ছিলেন, তাঁদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এবং পরিবারের ৫০ শতাংশ, অর্থাৎ দুই জামাতা ও স্ত্রীকে হারানোর পর লোট শেষ পর্যন্ত তাঁর

মেয়েদের দ্বারা ধর্ষিতও হন।

সময়রেখার বিশ্লেষণ

- জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের ফরমান (৪৫৮ খ্রিস্টপূর্ব): আরতাক্সার্ক্সের ফরমান (এজরা ৭) পুনরুদ্ধার, শাসন এবং মন্দির সেবার অনুমোদন দেয়—যা "পুনরুদ্ধার ও নির্মাণ" মানদণ্ডটি পূরণ করে।
- প্রথম ৭ সপ্তাহ (৪৯ বছর): ৪৫৮–৪০৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। বিরোধিতার মাঝে জেরুজালেম ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্নির্মাণ (তুলনীয়: এজরা–নেহেমিয়া)।
- পরবর্তী ৬২ সপ্তাহ (৪৩৪ বছর): ৪০৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ–২৬ খ্রিস্টাব্দ। মসিহের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সময়।
- ৬৯ সপ্তাহের (৪৮৩ বছরের) সমাপ্তি: ২৬ খ্রিস্টাব্দ। যিশু পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তিস্ম ও অভিষিক্ত হন; তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা শুরু হয় (লূক ৩)।
- ৭০তম সপ্তাহ (মোট ৭ বছর, বিভক্ত):
    - প্রথম পর্ব (৩.৫ বছর): ২৬ খ্রিস্টাব্দ–৫ এপ্রিল, ৩০ খ্রিস্টাব্দ। যিশুর পার্থিব পরিচর্যা।
    - ৭০তম সপ্তাহের মধ্যভাগ: ৫ই এপ্রিল, ৩০ খ্রিস্টাব্দ। নিস্তারপর্ব (নিসান ১৪/১৫)। যিশুকে নিস্তারপর্বের মেষশাবক হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় ("ছেদন করা হয়")—যা মেষশাবকের রক্তের মাধ্যমে পরিত্রাণের যাত্রাপুস্তকের প্রতীকী তাৎপর্যকে পূর্ণ করে। তাঁর একবারের জন্য করা এই বলিদান মন্দিরের নৈবেদ্যকে প্রতীকীভাবে অপ্রচলিত করে তোলে; তিনি নতুন নিয়মকে নিশ্চিত করেন।
    - মণ্ডলী যুগ (ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যবধান): ৫ই এপ্রিল, ৩০ খ্রিস্টাব্দ–২৭শে এপ্রিল, ২০২৭। ৭০তম সপ্তাহের দুটি অর্ধাংশের মধ্যবর্তী একটি দীর্ঘ বিরতি। এই

সময়কালে, অ-ইহুদিদের কাছে সুসমাচার প্রচার এবং মণ্ডলী নির্মিত হওয়ার জন্য ইস্রায়েলের জাতীয় চুক্তিগত সম্পর্ক স্থগিত থাকে। এই ব্যবধানটি মসিহকে ইস্রায়েলের প্রত্যাখ্যান এবং তার ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারের মধ্যবর্তী যুগকে নির্দেশ করে।

- পেন্টেকস্ট/শাভুত (পাসওভারের ৫০ দিন পর, ৩০ খ্রিস্টাব্দ): পবিত্র আত্মার বর্ষণের মাধ্যমে মণ্ডলী ও প্রথম ফল প্রচারের সূচনা হয়, যা অন্তর্বর্তী জাতিসমূহের কাছে ফসল তোলার সংকেত দেয়।
- দ্বিতীয়ার্ধ (৩.৫ বছর, ভবিষ্যৎ): ২৭শে এপ্রিল, ২০২৭–২০৩০ খ্রিস্টাব্দ। ইসরায়েল বিষয়ক দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা, যা দানিয়েলের জনগণের উপর নির্ধারিত ৭০ সপ্তাহকে সম্পূর্ণ করবে।
- তূরী উৎসব (রোশ হাশানাহ, তিশরি ১): দ্বিতীয়ার্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত; এর রাজ্যাভিষেক, অনুশোচনা এবং জাগরণের বিষয়বস্তুগুলো অন্তিম ঘটনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পূর্বাভাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- প্রায়শ্চিত্তের দিন (ইয়োম কিপ্পুর, তিশরি ১০): জাতীয় অনুতাপ ও শুদ্ধিকরণের একটি বিষয়ভিত্তিক সংযোগস্থল, যা দানিয়েল ৯-এর পাপের অবসান ঘটানো ও প্রায়শ্চিত্ত করার লক্ষ্যের সাথে অনুরণিত হয়।
- তাঁবু পর্ব (সুক্কোত, তিশরি ১৫–২১): ফসল সংগ্রহ ও ঐশ্বরিক বসবাসের পর্ব; এটি পুনরুদ্ধারের চূড়ান্ত পরিণতি এবং মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে মসিহের উপস্থিতির পূর্বাভাস দেয়।

- ভবিষ্যদ্বাণী-পরবর্তী ঘটনা: ৭০ খ্রিস্টাব্দ। রোমানদের দ্বারা জেরুজালেম ও মন্দিরের ধ্বংসযজ্ঞ, মণ্ডলীর যুগান্তরের

মধ্যে সংঘটিত হয়ে, পূর্বকথিত ধ্বংসলীলাকে পূর্ণতা দান করে।

- ৭০তম সপ্তাহটি দুটি সাড়ে তিন বছরের সময়কাল নিয়ে গঠিত: এর প্রথমার্ধ ২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫ এপ্রিল, ৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত; দ্বিতীয়ার্ধটি ভবিষ্যতের, যা ২৭ এপ্রিল, ২০২৭ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।
- উৎসবের দিনগুলো (পাসওভার, পেন্টেকস্ট এবং শরৎকালীন উৎসবগুলো) কালানুক্রমের ঘটনাগুলোর জন্য প্রতীকী ভিত্তি প্রদান করে, কিন্তু বছর-দিন গণনায় কোনো পরিবর্তন আনে না।
- মধ্যবর্তী মণ্ডলীর যুগটি ৭০ সপ্তাহের মধ্যে গণনা করা হয় না, কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিশেষভাবে দানিয়েলের লোক (ইস্রায়েল) এবং পবিত্র নগরীকে নিয়েই।
- অভিষিক্ত মসিহ: যিশুর বাপ্তিস্ম তাঁকে "মসিহ রাজপুত্র" হিসেবে চিহ্নিত করে।
- প্রায়শ্চিত্ত সাধিত: ৩০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল (নিস্তারপর্ব, নিসান ১৪/১৫) তারিখে তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, ৭০তম সপ্তাহের মধ্যভাগে সংঘটিত হয়ে, বলিদান প্রথার প্রয়োজনীয়তার অবসান ঘটায়; নিস্তারপর্বের মেষশাবক হিসেবে, তাঁর রক্ত মুক্তি নিশ্চিত করে এবং নতুন চুক্তির সূচনা করে।
- পঞ্চাশত্তমীর প্রথম ফল: নিস্তারপর্বের পঞ্চাশ দিন পর, শাভৌত উৎসবে পবিত্র আত্মা বর্ষিত হন, যা মণ্ডলীর সাক্ষ্যের সূচনা করে এবং ভাববাণীর মধ্যবর্তী সময়ে জাতিসমূহের মধ্যে ফসল তোলার পূর্বরূপ দেয়।
- চুক্তি নিশ্চিতকরণ: যিশু নতুন চুক্তির উদ্বোধন করেন, যা শেষ সপ্তাহের প্রথমার্ধে তাঁর রক্তে পূর্ণতা লাভ করে।
- ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিরতির সূচনা: খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং ইস্রায়েলের প্রত্যাখানের পর (যা স্তেফানের পাথর নিক্ষেপের মতো ঘটনা দ্বারা প্রতীকায়িত), ভবিষ্যদ্বাণীর ঘড়ি থেমে যায়, এবং মণ্ডলী যুগের সূচনা হয়—এমন একটি সময় যখন অ-

ইহুদিদের সংযুক্ত করা হয় এবং সুসমাচার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

- ভবিষ্যৎ পূর্ণতা এবং শরৎকালীন উৎসবসমূহ: ৭০তম সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধ (২৭শে এপ্রিল, ২০২৭ থেকে শুরু) বিষয়গতভাবে শরৎকালীন উৎসবগুলোর—তূরীধ্বনি (ঘোষণা ও জাগরণ), প্রায়শ্চিত্ত দিবস (জাতীয় অনুতাপ ও শুদ্ধিকরণ), এবং তাম্বু পর্ব (পুঞ্জ সংগ্রহ ও ঐশ্বরিক আবাস)—সাথে মিলিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, কারণ এর মাধ্যমে ইসরায়েলের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্যগুলো চূড়ান্ত হবে: অধর্মের পরিসমাপ্তি, দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণীকে মোহর করা, এবং পরম পবিত্রকে অভিষিক্ত করা।
- নগরীর উপর বিচার: ৭০ খ্রিস্টাব্দের ধ্বংসযজ্ঞটি ভবিষ্যদ্বাণীর সতর্কবাণী ও যিশুর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে বিশেষভাবে তুলে ধরে, যা ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যবর্তী শূন্যকালে সংঘটিত হয়েছিল।

তম সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে মসিহকে ছেদন করে হত্যা করা হবে , এবং যিশুর পরিচর্যা ছিল *ঠিক সাত সপ্তাহের অর্ধেক। তাহলে এটা কি স্পষ্ট নয় যে ৭০* তম সাত সপ্তাহের প্রথম অর্ধেক ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে?

নিম্নলিখিতটি lifehopeandtruth.com থেকে নেওয়া হয়েছে:

সপ্তাহের মধ্যভাগে তিনি বলিদান ও নৈবেদ্যের অবসান ঘটাবেন। আর ঘৃণার ডানার উপর থাকবেন একজন, যিনি সবকিছু ধ্বংস করেন, যতক্ষণ না সেই নির্ধারিত চূড়ান্ত পরিণতি সেই জনশূন্যদের উপর ঢেলে দেওয়া হয়।

কী এবং কখন?

২৪ পদে এমন ছয়টি বিষয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে যা দানিয়েলের ৭০ সপ্তাহের শেষে সম্পন্ন করতে হবে:

1. অপরাধটি শেষ করো।
2. পাপের অবসান ঘটান।
3. অধর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করো।
4. চিরস্থায়ী ধার্মিকতা নিয়ে আসুন।
5. দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী সীলমোহর করে দাও।
6. “পরম পবিত্রকে” অভিষেক করুন।

তাঁর পরিচর্যার শেষে যিশু প্রথম তিনটি বিষয় পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর বলিদানের মাধ্যমে যিশু পাপ ক্ষমার একটি পথ তৈরি করেছেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছেন, যা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটায় (কলসীয় ১:১৯-২০)। তিনি তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর শেষ তিনটি বিষয় পূর্ণ করবেন।

দানিয়েলের ৭০ সপ্তাহের ভবিষ্যদ্বাণীতে সর্বনামগুলোর ব্যাখ্যা

২৬ পদে এক দুষ্ট রাজপুত্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যে নগরী (যিরূশালেম) এবং পবিত্র স্থান (যেখানে বলিদান করা হয়) ধ্বংস করবে।

‘তিনি’ সর্বনামটি কাকে নির্দেশ করে ? অনেকে বিশ্বাস করেন যে, “তিনি” বলতে ২৬ নং পদে উল্লেখিত রাজপুত্রকে বোঝানো হয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে, এই রাজপুত্র এক ধরনের চুক্তি স্থাপন করবেন, যা “সপ্তাহের মধ্যভাগে” (সাড়ে তিন বছর পর) ভঙ্গ করা হবে।

কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখা যায় যে, “তিনি” বলতে রাজপুত্রকে নয়, বরং মসিহকে বোঝানো হয়েছে।

২৬ পদের “রাজপুত্রের প্রজাবর্গ” এই বাক্যাংশটি লক্ষ্য করুন। ২৬ পদের বহুবচন “প্রজাবর্গ”-এর পরিবর্তে ২৭ পদের একবচন সর্বনাম “তিনি” ব্যবহার করা ব্যাকরণগতভাবে সঠিক নয়। যদি “তিনি” বলতে রাজপুত্রকে বোঝানো হতো, তবে বাক্যাংশটি ভিন্নভাবে বলা উচিত ছিল: “প্রজাদের রাজপুত্র”। কিন্তু যেহেতু পদটিতে “রাজপুত্রের প্রজাবর্গ”-এর কথা বলা হয়েছে, তাই সর্বনামটির সঠিক পূর্বপদ রাজপুত্র নয়।

‘তিনি’ সর্বনামটির পূর্বপদ হতে পারেন। সুতরাং, “তিনি এক সপ্তাহের জন্য অনেকের সঙ্গে একটি চুক্তি দৃঢ় করবেন” এই বাক্যটি মসিহকেই নির্দেশ করে।

মসিহ “অনেকের সাথে একটি চুক্তি নিশ্চিত করেন”

২৭ পদে বলা হয়েছে যে, “তিনি” (মসিহ) এক সপ্তাহের জন্য অনেকের সঙ্গে একটি চুক্তি নিশ্চিত করেন এবং তারপর, সেই সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, তিনি বলিদান ও নৈবেদ্যের অবসান ঘটান।

মাসোরেটিক টেক্সট এবং নিউ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড বাইবেলে “confirm a covenant” বাক্যাংশটিকে “make a firm covenant” হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। নিউ রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনে এই বাক্যাংশটি “make a strong covenant” হিসেবে অনূদিত হয়েছে। যে হিব্রু শব্দটিকে “confirm” (বা “make a firm”) হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে, সেটি হলো ***gabar*** , যার অর্থ “শক্তিশালী হওয়া, জয়ী হওয়া, ... কোনো ভাঙা জিনিস জোড়া লাগানো, দৃঢ় করা, ... শক্তিশালী, মজবুত করা, মজবুত করা” (উইলহেলম গেসেনিয়াস, *হিব্রু অ্যান্ড চ্যালডি লেক্সিকন টু দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট স্ক্রিপচারস*)।

অন্য কথায়, “চুক্তি দৃঢ় করা” মানে হলো আগে থেকে বিদ্যমান কোনো চুক্তিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করা, যেমনটা যিশাইয় ৪২:২১ পদে বর্ণিত আছে: “সদাপ্রভু তাহার ধার্মিকতার জন্য প্রসন্ন হইয়াছেন; তাহার ব্যবস্থা মহিমান্বিত করিয়াছি
নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে শক্তিশালী করে, যা ঈশ্বরের বিধানকে আবদ্ধ ও সুদৃঢ় করে। মথি ৫ থেকে ৭ অধ্যায়ে বর্ণিত পর্বতের উপর উপদেশে যিশু কীভাবে বিধানকে মহিমান্বিত করেছিলেন তা বিবেচনা করুন। যিশু সাড়ে তিন বছর ধরে “নতুন” বা “শক্তিশালী” (“দৃঢ়”) নিয়মের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং তারপর ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।

মসিহ বলিদান ও উৎসর্গের অবসান ঘটান।

যিশুর মৃত্যুর পর, পাপের জন্য তাঁর প্রায়শ্চিত্তমূলক বলিদানের প্রতীক হিসেবে লেবীয় বলিদানের আর প্রয়োজন রইল না, যার অর্থ হলো তিনি “বলিদান ও নৈবেদ্যের অবসান ঘটিয়েছেন।” যদিও ৭০ খ্রিস্টাব্দে মন্দির ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত ইহুদিরা বলিদান চালিয়ে গিয়েছিল, তবুও সেগুলোর আর প্রয়োজন ছিল না। ইব্রীয়দের প্রতি পত্রটি লেখার অন্যতম কারণ ছিল ইহুদিদের এটা বোঝানো যে, যিশুর বলিদান এবং নতুন নিয়মের প্রবর্তনের কারণে বলিদান প্রথার আর প্রয়োজন নেই (ইব্রীয় ১০:১৪-১৮)।

দানিয়েল ৯:২৬-২৭ পদে বলা হয়েছে যে, মোট ৬৯ সপ্তাহ (সাত সপ্তাহ ও ৬২ সপ্তাহ) পর মসিহকে “উচ্ছিন্ন করা” হবে।
ভবিষ্যদ্বাণীর ৭০তম সপ্তাহ (সাত বছর) যিশুর পরিচর্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। সাড়ে তিন বছর পর (“সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে”) তাঁকে “ছেদন” (ক্রুশবিদ্ধ) করা হয়েছিল। তিনি যে শুধু ভবিষ্যদ্বাণীর সাত বছরের সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়েই মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাই নয়, সতর্ক অধ্যয়নে দেখা যায় যে তিনি বর্ষপঞ্জির সপ্তাহেরও মাঝামাঝি সময়ে (বুধবার বিকেলে) মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ৭০তম সপ্তাহে মসিহের যে কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল, তা **এখনও সম্পূর্ণ হয়নি** । যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, দানিয়েলের ৭০ সপ্তাহের শেষে সম্পন্ন হওয়ার জন্য ২৪ পদে তালিকাভুক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে প্রথম তিনটি সম্পন্ন হয়েছে এবং শেষের তিনটি বাকি আছে। ভবিষ্যতে, যখন মসিহ ৭০তম সপ্তাহের শেষার্ধ শেষ করবেন, তখন এই সবকিছু সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হবে।

দানিয়েল পুস্তকে উল্লেখিত বিষয় ও ঘটনাসমূহ নিয়ে লেখা সংযুক্ত প্রবন্ধগুলো অবশ্যই পড়ুন ।

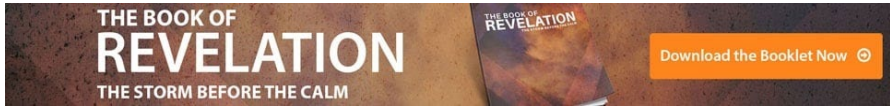

লেখক সম্পর্কে

ডন হেনসন

ডন হেনসন, তাঁর স্ত্রী র‍্যানির সাথে, বর্তমানে ওহাইওর অ্যাক্রন-ক্যান্টন এবং কলম্বাস-কেমব্রিজে অবস্থিত 'চার্চ অফ গড, এ ওয়ার্ল্ডওয়াইড অ্যাসোসিয়েশন'-এর মণ্ডলীগুলোর পালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে পালকীয় পরিচর্যায় নিয়োজিত আছেন এবং এর আগে ওরেগন, টেনেসি, ওহাইও ও পেনসিলভেনিয়ার মণ্ডলীগুলোতে সেবা করেছেন।
আরও পড়ুন

আমি এমন একটি উৎস খুঁজে পেয়েছি যারা আমাদের জন্য সমস্ত হিসাব-নিকাশের কাজ করে রেখেছে, যাতে আমাদের আর তা করতে না হয়—Crosswalk.com।

- খ্রিস্টপূর্ব ৫ অব্দের নিসান মাসের ১ তারিখে যিশুর জন্ম হয়েছিল।
  (যাত্রাপুস্তক ৪০:২, ৩৪; যোহন ১:১৪)
- যিশু ২৬ খ্রিস্টাব্দের তেভেত মাসের ১ তারিখে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন।
  (আদিপুস্তক ৮:৫; মার্ক ১:৯-১৩)
- যিশুকে ৩০ খ্রিস্টাব্দের নিসান মাসের ১৪ তারিখে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।
  (যাত্রাপুস্তক ১২:৬; ১ করিন্থীয় ৫:৭)
- যিশু ৩০ খ্রিস্টাব্দের নিসান মাসের ১৬ তারিখে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন।

(লেবীয় ২৩:১০-১১; ১ করিন্থীয় ১৫:২০)

- যিশু ৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ইয়ার তারিখে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন।
  (প্রেরিত ১:৩)
- যিশু ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের তিশরি মাসের ১ তারিখে ফিরে আসবেন।
  (লেভ 23:24; Hos 6:2; 1Cor 15:52)

বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে:

- যিশুর পরিচর্যা শুরু হয়েছিল ৩০ বছর বয়সে তাঁর বাপ্তিস্ম গ্রহণের মাধ্যমে।
  (লূক ৩:২১-২৩)
- যিশুর ধর্মপ্রচার সাড়ে তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল
  (দানিয়েল ৯:২৭; ৪টি নিস্তারপর্ব: যোহন ২:১৩, ৫:১, ৬:৪, ১১:৫৫)
- যিশু তিবেরিয়াসের রাজত্বের পঞ্চদশ বছরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন (লূক ৩:১)
- হেরোদের মৃত্যুর পূর্বে যিশুর জন্ম হয়েছিল (মথি ২:২০)

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে:

- টাইবেরিয়াসের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষ ছিল ২৬ খ্রিস্টাব্দে (তাঁর সহ-রাজপুত্রের রাজত্ব শুরু হয়েছিল ১২ খ্রিস্টাব্দে)।
- হেরোদ ৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মারা যান।

উপসংহার:

- যদি টাইবেরিয়াসের পঞ্চদশ বর্ষ ২৬ খ্রিস্টাব্দ হয়, তাহলে সেই সময়ে যিশুর বয়স ছিল ৩০ বছর। যদি ২৬ খ্রিস্টাব্দে যিশুর বয়স ৩০ বছর হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর জন্ম হয়েছিল ৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সুতরাং, যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল ৩০ খ্রিস্টাব্দে, কারণ তাঁর ধর্মপ্রচার সাড়ে তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। আর যেহেতু যিশুকে নিসান মাসের ১৪ তারিখে ক্রুশবিদ্ধ করা

হয়েছিল, তাই তাঁর জন্মদিনের মাত্র ১৩ দিন পরেই তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, যার অর্থ হলো মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর এবং ১৩ দিন।

https://forums.crosswalk.com/t/jesus-timeline-you-like/8372

দুইজন সাক্ষী কারা?

যিশুর জীবনের শেষ সাড়ে তিন বছরে দুজন সাক্ষী থাকবেন যারা জোরালোভাবে সুসমাচার প্রচার করবেন: ১) বিশ্বাসী ইহুদি , এবং ২) বিশ্বাসী অ-ইহুদি । এরাই হলেন প্রকাশিত বাক্য ১১:৩ পদের সেই দুই ভাববাদী – "আর আমি আমার দুই সাক্ষীকে কর্তৃত্ব দেব, এবং তারা চট পরিহিত অবস্থায় ১,২৬০ দিন ধরে ভাববাণী বলবেন। [অর্থাৎ অত্যন্ত নম্রতার সাথে]" পদ ৫ "আর যদি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চায়, তবে তাদের মুখ থেকে আগুন বের হয়ে তাদের শত্রুদের গ্রাস করবে; সুতরাং যদি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চায়, তবে তাকে এইভাবেই হত্যা করা হবে ।"

গডজিলার মতো মুখ দিয়ে আগুন বের করব না ! আমরা কেবল আদেশ দেব, " পুড়ে যাও !" আর তারা পুড়ে যাবে। যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়, তাদের এইভাবে হত্যা করার কারণ হলো, এই মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা হবে এবং আমাদের কাউকেই খুনের জন্য বিচার করা হবে না, যেমনটা হতো যদি আমরা তরবারি, বন্দুক, বোমা, বিষ, গাড়ির বাম্পার ইত্যাদি ব্যবহার করতাম। শুধু কথা বলার জন্য কাউকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না! এই কারণেই প্রকাশিত বাক্য ১৩:১০ পদে বলা হয়েছে, "যদি কেউ তরবারি দিয়ে হত্যা করে, তবে তাকে তরবারি দিয়েই হত্যা করা হবে।"

প্রকাশিত বাক্য ১১:৬ "এদের আকাশ বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে, যেন তাদের ভাববাণী প্রচারের দিনগুলিতে [সাড়ে তিন বছর] বৃষ্টি না হয়; [এলিয়র মতো] এবং জলের উপর তাদের ক্ষমতা আছে সেগুলোকে রক্তে পরিণত করার, [মোশির মতো] এবং যখনই তারা ইচ্ছা করে, পৃথিবীকে সমস্ত মহামারী দিয়ে আঘাত করার।" প্রকৃতপক্ষে, এগুলো যীশু তাঁর ৭ বছরের পরিচর্যার প্রথমার্ধে যা করেছিলেন তার চেয়েও "মহত্তর কাজ"!

যিশু এমন কী বলেছিলেন যা এখনও সত্যি হয়নি?

যোহন ১৪:১২ পদে যীশু বলেছেন – “আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে আমার উপর বিশ্বাস করে, আমি যে কাজগুলো করি, সেও সেই কাজগুলো করবে এবং এর চেয়েও বড় কাজ করবে , কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি।”

তাঁর শিষ্যরা কি যীশুর চেয়েও বড় অলৌকিক কাজ করেছিলেন? না। এটি এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা এখনও পূর্ণ হওয়া বাকি। যীশুর পিতার কাছে চলে যাওয়ার সাথে তাঁর শিষ্যদের আরও বড় কাজ করার কী সম্পর্ক? যোহন ১৬:৭ – “কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্যই মঙ্গলজনক; কারণ আমি যদি না যাই, তবে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব।”

যিশুর শিষ্যরা সহায়ক পবিত্র আত্মার দ্বারা অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা পেয়েছিলেন।

আমরাও যিশুর পরিচর্যার শেষ সাড়ে তিন বছরের জন্য শক্তি লাভ করব, যা ২০২৭ সালের বসন্তে শুরু হবে। প্রেরিত ১:৮ – “কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসবেন, তখন তোমরা পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।”

মথি ২৩:৩৭ – “হে যিরূশালেম [যিহূদীগণ]... ৩৮ – দেখ! তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য জনশূন্য করে রাখা হয়েছে; ৩৯ – কারণ আমি তোমাদের বলছি, এখন থেকে তোমরা [যিহূদীগণ] আমাকে আর দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা বলো, ‘ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন!’ [তাঁর দুই সাক্ষী]”। এটি পূর্ণ হয়নি।

আমরাই সেই লোক যারা মহাক্লেশের সময়ে প্রভুর নামে আসব এবং তখনই ইহুদিরা আমাদের আশীর্বাদ করবে, কারণ আমরা তাদের কাছে সুসমাচার নিয়ে আসব এবং তারা অবশেষে বুঝতে পারবে যে তাদের মসিহ ইতিমধ্যেই এসে গেছেন, কিন্তু তারা তাঁকে পায়নি। এছাড়াও, বিশ্বজুড়ে ইহুদিরা যীশুকে দেখতে পাবে না যতক্ষণ না

তারা বলবে, “প্রভুর নামে আগত ইহুদি ও অ-ইহুদি সাক্ষীদের আশীর্বাদ করি,” অর্থাৎ, শুধুমাত্র যদি তারা আমাদের কথা শোনে এবং মহাক্লেশের সময়ে অনুতাপ করে, তবেই তারা ইয়েশুয়া হা মাশিয়াহকে (সদ্ভাবের সাথে) দেখতে পাবে।

যিশুয়া হা মাশিয়াহকে গ্রহণ করার জন্য যিহুদিরা কত সময় পাবে? পাঁচ মাস , নিস্তারপর্ব ২৪শে এপ্রিল থেকে ইয়োম কিপ্পুর ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করবে এবং মরতে পারবে না। তাদের জোরপূর্বক অনুতাপে চালিত করা হবে এবং পরিত্রাণের জন্য ভিক্ষা করতে বাধ্য করা হবে। ঠিক যেমন রহোবোয়াম বিচ্ছু দিয়ে শাস্তি দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন, প্রভু ঠিক তাই করবেন। প্রকাশিত বাক্য ৯:৫ – আর তাদের কাউকে হত্যা করার অনুমতি ছিল না, কিন্তু পাঁচ মাস ধরে যন্ত্রণা দেওয়ার অনুমতি ছিল; এবং তাদের যন্ত্রণা ছিল বিচ্ছুর দংশনের যন্ত্রণার মতো ।

যেহেতু ইহুদিরা ৩০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল, নিস্তারপর্বের দিনে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল এবং ৭০ খ্রিস্টাব্দের নিস্তারপর্বেই মন্দির ধ্বংস হয়েছিল, তাই তাদের ১,৯৬০ বছরের শাস্তিও আনুমানিক ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের নিস্তারপর্বে শেষ হবে, যা তাদের সুসমাচার গ্রহণ করে অনুতাপ করার জন্য প্রায় পাঁচ মাস সময় দেবে।

যিশুর দুই সাক্ষী খণ্ড খণ্ড হয়ে মারা যাবে।

খ্রিষ্টারি এবং সারা বিশ্বে তার ইসলামী বাহিনী আমাদের, অর্থাৎ দুই সাক্ষীর সাথে যুদ্ধ করবে এবং আমাদের অনেককে হত্যা করবে, কিন্তু কেবল তখনই যখন আমরা আমাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করব। প্রকাশিত বাক্য ১১:৭ – “তাহারা নিজ সাক্ষ্য শেষ করিলে, পাতালপুরী থেকে উত্থিত পশুটি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, তাহাদের পরাস্ত করিবে ও হত্যা করিবে।” আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কর্মক্ষেত্র থাকবে এবং যখন আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করব, তখন আমরা আমাদের শত্রুদের হাতে নিহত হইব, সে শত্রু মুসলিম, সমকামী, গর্ভপাতকারী, দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ ও

বিচারক, রাজনীতিবিদ, এমনকি উদারপন্থী ধর্মপ্রচারক ও যাজক যেই হোক না কেন, যারা তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীতে প্রতিদিন সুসমাচারকে বিকৃত করছে।

দানিয়েল ৭:২১ – "আমি দেখতে থাকলাম, আর সেই শিং [খ্রীষ্টারি] **সাধুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল** এবং তাদের পরাভূত করছিল । [ক্রমবর্ধমান কাল, যার অর্থ ক্রমাগত, অল্প অল্প করে] ২৩ পদ "এইভাবে সে বলল: 'চতুর্থ পশুটি পৃথিবীতে একটি চতুর্থ রাজ্য হবে, যা অন্য সমস্ত রাজ্য থেকে ভিন্ন হবে এবং সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করবে, পদদলিত করবে ও চূর্ণ করবে। সে পূর্ববর্তীদের থেকে ভিন্ন হবে। [এটি ভিন্ন কারণ এটি একটি ধর্ম, **ইসলাম** , এবং কেবল একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য নয়।] ২৫ পদ 'সে পরাৎপরের বিরুদ্ধে কথা বলবে এবং পরাৎপরের সাধুদের ক্লান্ত করে ফেলবে [ক্লান্ত করে ফেলা বোঝায় যে এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলবে], এবং সে সময় ও বিধানে পরিবর্তন আনার ইচ্ছা করবে; [মুসলিমরা ' **আল- হিজরা** ' ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে এবং **শরিয়া প্রচার করে]** বিধান।] এবং তাদেরকে এক কাল, দুই কাল ও অর্ধ কালের জন্য তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। [আবার, এটি দেখায় যে, এই দুজন সাক্ষী কেবল দুজন ব্যক্তি নন, বরং লক্ষ লক্ষ সাহসী বিশ্বাসী, যারা খণ্ড খণ্ড করে, ক্রমাগত, অল্প অল্প করে পরাভূত হবে।]
প্রকাশিত বাক্য ১১:৮ – আর তাদের মৃতদেহগুলো সেই মহানগরের রাস্তায় পড়ে থাকবে, যেটিকে রহস্যময়ভাবে সদোম ও মিশর বলা হয়, যেখানে তাদের প্রভুকেও ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। [যিরূশালেম, কারণ সেটিই হবে মুসলিম খ্রিষ্টারি-র আসন বা সদর দপ্তর] পদ ৯ বিভিন্ন জাতি, গোত্র, ভাষা ও দেশের লোকেরা [মুসলিমরা] সাড়ে তিন দিন [পুরো সাড়ে তিন বছর] ধরে তাদের মৃতদেহগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং তাদের মৃতদেহগুলোকে কবরে রাখতে দেবে না। পদ ১০ আর পৃথিবীর বাসিন্দারা তাদের নিয়ে আনন্দ করবে ও উৎসব করবে; এবং তারা একে অপরকে উপহার পাঠাবে, কারণ এই দুই নবী পৃথিবীর বাসিন্দাদের যন্ত্রণা দিয়েছিলেন। [আমরা তাদেরকে সত্য দিয়ে যন্ত্রণা দিই, এবং যারা আমাদের আক্রমণ করে, আমরা

তাদের পুড়িয়ে মারি।]

দানিয়েল ১২:১ – আর এমন এক মহাকষ্টের সময় আসবে, যা কোনো জাতির সৃষ্টির পর থেকে সেই সময় পর্যন্ত কখনও ঘটেনি। প্রকাশিত বাক্য ১১:১১ – কিন্তু সাড়ে তিন দিন পর, [সাড়ে তিন বছর] ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের শ্বাস তাদের মধ্যে এল, আর তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াল; এবং যারা তাদের দেখছিল, তাদের উপর মহাভয় নেমে এল। পদ ১২ আর তারা স্বর্গ থেকে এক উচ্চস্বর শুনতে পেল, যা তাদের বলছিল, "এখানে উপরে এসো।" [এটি মহাপ্রলয়ের সময় ঘটবে।] তখন তারা মেঘের মধ্যে স্বর্গে আরোহণ করল, এবং তাদের শত্রুরা তাদের দেখছিল।

দানিয়েল ১২:২ – "যারা মাটির ধূলিতে ঘুমিয়ে আছে, তাদের মধ্যে অনেকেই জেগে উঠবে; কেউ অনন্ত জীবনের জন্য, কিন্তু অন্যরা অপমান ও অনন্তকালীন অবজ্ঞার জন্য। পদ ৩ – " যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তারা আকাশের বিস্তৃতির উজ্জ্বলতার মতো দীপ্তিমান হবে, এবং যারা অনেককে ধার্মিকতার পথে চালিত করে, তারা চিরকাল ধরে তারার মতো উজ্জ্বল থাকবে।"

ইনশাআল্লাহ, আমি আপনাদের এই বিনীত লেখক।

৪ "কিন্তু হে দানিয়েল, তুমি এই বাক্যগুলো গোপন রাখো এবং শেষকাল পর্যন্ত পুস্তকটি সীলমোহর করে রাখো; অনেকে আসা-যাওয়া করবে এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।" ৬ "এইসব আশ্চর্য কাজের শেষ হতে আর কতদিন লাগবে?" ৭ ...তা হবে এক কাল, দুই কাল এবং অর্ধ কাল; আর যেই মুহূর্তে তারা [মুসলিমরা] পবিত্র লোকদের [লক্ষ লক্ষ সাক্ষীদের] শক্তি চূর্ণ করা শেষ করবে , এই সমস্ত ঘটনা সম্পূর্ণ হবে। [পবিত্র লোকদের শক্তি চূর্ণ করা প্রমাণ করে যে দুইজন সাক্ষী কেবল দুজন মানুষ নন, বরং বহু লোক।]

দানিয়েল ১২:৯ তিনি বললেন, "দানিয়েল, তুমি তোমার পথে যাও, কারণ এই বাক্যগুলো শেষকাল পর্যন্ত গুপ্ত ও মোহর করা থাকবে।

১০ “অনেকে শুদ্ধ, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হবে, কিন্তু দুষ্টরা দুষ্টতা করবে; এবং দুষ্টদের কেউই বুঝবে না, কিন্তু যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে [জ্ঞানী], তারাই বুঝবে।

দুষ্টদের কেউই বুঝবে না।

কাউকে কীভাবে বলবেন যে যিশু ২০৩০ সালে ফিরে আসছেন

আপত্তি ১: "দিন ও ঘণ্টা কেউ জানে না"

তারা অনিবার্যভাবে “কোন মানুষই দিন বা ঘন্টা জানে না” এই কথাটি বলে আক্রমণাত্মকভাবে শুরু করবে।

1. তাদের সাথে একমত হোন, “আপনি এবং আমি সহ কেউই জানে না।”
2. বলো যে, পিতা তোমাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে না বলা পর্যন্ত তুমি তা জানার দাবি কখনো করবে না।
3. মথি ২৪:৩৬ পদে ঠিক কী বলা হয়েছে, তা তাদের বলুন। “...কেউ জানে না...”
4. তাদের মনে করিয়ে দিন যে, ২,০০০ বছর আগে যখন কথাটি বলা হয়েছিল, তখন তা সম্পূর্ণ সত্য ছিল।
5. তাদেরকে বলুন সেখানে কী বলা নেই, "...কোনো মানুষই কোনোদিন জানতে পারবে না..."
6. তাদের মনে করিয়ে দিন যে যিশু আরও একটি কথা বলেছিলেন যা তখন সত্য ছিল কিন্তু এখন নয়: তিনি বলেছিলেন যে তিনি মূলত গৃহহীন ছিলেন এবং তাঁর “মাথা রাখার কোনো জায়গা ছিল না।” তা এখন আর সত্য নয়।
7. নিশ্চিত করুন যে “কেবলমাত্র পিতাই জানেন...”
8. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে তারা বা তাদের পরিচিত কেউ পিতাকে যিশু বা অন্য কাউকে কিছু বলতে বাধা দেবে কি না।
9. তাদের মনে করিয়ে দিন যে আমোস ৩:৭ পদে লেখা আছে, “নিশ্চয়ই সার্বভৌম প্রভু তাঁর দাস ভাববাদীদের কাছে নিজের পরিকল্পনা প্রকাশ না করে কিছুই করেন

না।" আমরা নিজেদের ভাববাদী বলে দাবিও করছি না, আবার অস্বীকারও করছি না। তকমা কোনো বিষয় নয়, ভালোবাসার সাথে সত্য বলাই আসল বিষয়।

10. তাদের মনে করিয়ে দিন যে, দানিয়েল যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন শেষকাল কখন আসবে, তখন গাব্রিয়েল তাকে বলেছিলেন, "দানিয়েল, তুমি তোমার পথে যাও , কারণ *শেষকাল পর্যন্ত* এই বাক্যগুলো গুটানো ও মোহর করা আছে ।" "শেষকাল পর্যন্ত..." কথাটি থেকে মনে হয় যে, শেষকালে এই বিষয়গুলো উন্মোচিত হবে।
11. গ্যাব্রিয়েল আরও বলেছিলেন যে শেষ দিনগুলিতে, "জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।" তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
12. প্রকাশিত বাক্য ১:১ ইঙ্গিত দেয় যে, যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ৬৫ বছরের মধ্যেই পিতা তাঁকে অনেক কিছু বলেছিলেন। তিনি তাঁকে ২২টি অধ্যায় দিয়েছিলেন।
13. বিষয়টা যেমনটা মনে হয় তেমন নয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রকাশিত বাক্য ১৯:১২ পদে বলা হয়েছে যে যীশুর একটি নাম আছে যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এর মানে কি এই যে সর্বশক্তিমান পিতা সেই নাম জানেন না? কারণ সেখানে আক্ষরিকভাবেই বলা হয়েছে যে "যীশু ছাড়া আর কেউ" সেই নাম জানে না। যেকোনো যুক্তিবাদী ব্যক্তিই বলবেন যে সর্বশক্তিমান পিতা সেই নাম এমনিতেই জানেন। তাহলে যীশুর এই কথাকে কীভাবে বোঝা যায় যে, সেই সময়টি কেউ জানে না? এর উত্তর হলো, "না জানা"-র আসল অর্থ হলো "প্রকাশ না করা"। সুতরাং, যীশু যখন এই কথা বলেছিলেন, তখন তা প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। পরে শিষ্যদের কাছে তা প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়, কারণ প্রেরিত পিতর ২ পিতর ৩:৮-৯ পদে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে যীশুর ফিরে আসতে অন্তত এক হাজার বছর সময় লাগবে, তাই তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে যীশু কখন ফিরে আসবেন।

আপত্তি ২: "যিশু রাতের অন্ধকারে চোরের মতো আসেন"

তারা সম্ভবত বলবে যে, যিশু “রাতের অন্ধকারে চোরের মতো আসছেন,” তাই তিনি সবাইকে অবাক করে দেবেন।

1. তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, যিশু বলেছেন তিনি কেবল তাদেরকেই অতর্কিতে আক্রমণ করবেন যারা ঘুমিয়ে আছে, যারা অন্ধকারে রয়েছে!
    a. ১ থেসালোনিকীয় ৫:১-৯ – হে ভাই ও বোনেরা... আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে প্রভুর দিন রাতের অন্ধকারে চোরের মতো আসবে। কিন্তু হে ভাই ও বোনেরা, আপনারা অন্ধকারে নেই, তাই এই দিনটি চোরের মতো আপনাদেরকে আচমকা আক্রমণ করবে না । আপনারা সবাই আলোর সন্তান এবং দিনের সন্তান । আমরা রাত্রি বা অন্ধকারের নই। অতএব, আসুন আমরা... জাগ্রত ও সংযত থাকি... কারণ ঈশ্বর আমাদের ক্রোধ ভোগ করার জন্য নিযুক্ত করেননি, বরং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য নিযুক্ত করেছেন।
    b. তিনি প্রকাশিত বাক্য ৩:৩ পদে মণ্ডলীকে আদেশ দিয়েছেন – “...কিন্তু যদি তোমরা জেগে না ওঠো, তবে আমি চোরের মতো আসব, আর আমি কখন তোমাদের কাছে আসব, তা তোমরা জানতে পারবে না।” এর অর্থ হলো, তিনি কখন আসছেন, তা মণ্ডলী আগে থেকেই জানতে পারে এবং তাদের জানা উচিত।
2. কিন্তু যারা আগে থেকে জানে না, তাদের কী হয়?
    a. লূক ১২:৪৬-৪৭ পদে যীশু খ্রীষ্টানদের বলেছিলেন – “সেই দাসের প্রভু একদিন আসবেন । ” যখন সে তাকে আশা করে না এবং এক **ঘন্টায়** সে জানে না,

এবং

b. তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, এবং
c. তাকে অবিশ্বাসীদের সাথে একটি স্থান নির্ধারণ করে দাও। আর সেই দাসটি যে...প্রস্তুত হয়নি,
d. অনেক চাবুকের আঘাত পাবে...

আপত্তি ৩: "নিষ্ক্রিয় থাকা ভালো; সময়কে বোঝার কোনো প্রয়োজন নেই ।"

অনেকে বারবার বলে চলে, “যা হওয়ার তা-ই হবে,” যেন তারা সময়টাকে বোঝার চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তাটুকুও উড়িয়ে দেয়। নিষ্ক্রিয়তা ও অলসতা পাপ। প্রমাণ চান?

1. মার্ক ১৩:৩৩-৩৭ পদে যীশু তাদের আদেশ দিয়েছিলেন – “সাবধান হও, সতর্ক থাকো ... [তিনি] দ্বাররক্ষককেও সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছিলেন । অতএব, সতর্ক থেকো ...পাছে তিনি হঠাৎ এসে তোমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় পান। আমি তোমাদের যা বলি, তা সকলকেই বলি, ‘ সতর্ক থেকো !’”
    a. তিনি চারবার তাদেরকে সতর্ক থাকতে আদেশ দিলেন।
    b. সতর্ক থাকার অর্থ হলো কোনো অজানা কিছু শনাক্ত করা প্রয়োজন।
    c. বাইবেলে যদি আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু থাকে, তাহলে শুধু তা অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট হবে।
    d. আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, তাই নিশ্চয়ই নতুন কিছু দেখার প্রত্যাশা করা হচ্ছে; হতে পারে তা ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যার কোনো নতুন পদ্ধতি।
2. যে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় বা অলস এবং সতর্ক নয়, সে পাপ করছে। তারা যিশুর অবাধ্য হচ্ছে।

আপত্তি ৪: "অতীতে যারা তারিখ নির্ধারণ করেছেন তারা ভুল করেছেন ।"

তারা হয়তো বলতে পারে, “তারিখ নির্ধারণকারীদের অনেকেই ভুল করেছেন, আসলে সবাই-ই, তাই আপনিও ভুল করবেন।”

1. এটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।
2. হাই স্কুলে আমি ৯ জন মেয়েকে ডেটে যাওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করেছিলাম, এবং তারা সবাই ‘না’ বলেছিল। এর থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় যে দশম জনও ‘না’ বলবে?
3. এটা শুনে হয়তো হাসি পাবে, কিন্তু আসল সত্যিটা হলো, বর্তমানে এমন কিছু তারিখ নির্ধারণকারী আছেন যাদের এখনও পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত করা যায়নি। হা হা ! আর হয়তো ‘মেসায়া ২০৩০’-এর প্রবক্তারাই সঠিকটা বলতে পারবেন। অতীতে তার মতো অন্যরা ভুল করেছে বলে কাউকে চুপ করিয়ে দেওয়াটা বোকামি।
4. এটা অনেকটা এইরকম বলার মতো যে, “হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ মাদক বিক্রি করেছে, সুতরাং একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষও নিশ্চয়ই মাদক বিক্রি করে।”

আপত্তি ৫: "তুমি বিশেষ কেউ নও; ঈশ্বর তোমার সাথে কথা বলছেন না।"

তারা সম্ভবত দূতকে এই বলে আক্রমণ করবে যে, তুমি বিশেষ কেউ নও এবং আল্লাহ তোমাকে কিছুই বলেননি।

1. আমি মানছি যে আমি কোনো বিশেষ কেউ নই, কিন্তু ঈশ্বর সেইসব সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করেন যারা তাঁর সন্ধান করে, বিশেষ করে যদি তারা সর্বান্তকরণে পবিত্রতার সাধনা করে।
2. তাদের এই অভিযোগটি খুবই ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটি কথা।
3. আমি উত্তরে তাদের জিজ্ঞেস করি, গত বুধবার দুপুরে আমি কী খেয়েছিলাম তা তারা জানে কি না। যদি না জানে, তাহলে তারা কীভাবে জানবে যে ঈশ্বর আমার সাথে কথা বলছেন কি না?
4. তাছাড়া, এমনকি মহান নবী এলিয়ও ইস্রায়েলে থাকা সেই ৭,০০০ জন লোককে চিনতেন না যাদের সাথে ঈশ্বর কথা বলছিলেন, তাহলে একজন আমেরিকান পাপী কীভাবে জানবে যে ঈশ্বর কার সাথে কথা বলছেন?

বেরিয়ান প্রতিক্রিয়া

এই সমস্ত আপত্তি সত্ত্বেও, মূল কথা হলো, পৌল বলেছিলেন আমাদের বেরীয়দের মতো হওয়া উচিত, কারণ তারা "মহৎ হৃদয়ের" ছিলেন। তারা পৌলের কথা সম্পূর্ণভাবে শুনতেন এবং তারপর তিনি যা বলেছিলেন তা সত্য কি না, তা দেখার জন্য শাস্ত্র অনুসন্ধান করতেন।

1. লোকেরা প্রায়শই মনে করে যে আমরা বলছি যে আমরা দিন ও ঘণ্টা জানি, কিন্তু আমরা কখনোই এমন দাবি করি না।
2. তারা এই ধারণাটির বিরোধিতা করেন এবং সত্যি বলতে, আমরাও করি।
3. তবে, আমরা যদি দিন ও ঘণ্টা জানার কথাও বলতাম, তবুও তাদের জন্য এটা আবশ্যক হতো যে তারা প্রথমে পুরোপুরি শুনবে এবং তারপর শাস্ত্র অনুসন্ধান করে দেখবে যে আমরা সঠিক না ভুল। কেউ আমাকে ভুল বললে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু শর্ত হলো, তারা যেন প্রথমে আমার কথা পুরোপুরি শোনে। পরিহাসের বিষয় হলো, যদি তারা আমাকে বলে যে আমি ভুল, কিন্তু আমার কথায় কী ভুল আছে তা দেখাতে না পারে, তাহলে তারাও সঠিক নয়।
4. এমনকি যিশুও বলেছিলেন যে, আমরা পর্যবেক্ষণযোগ্য কালের লক্ষণ দ্বারা সময়টি জানতে পারব, এবং যারা শেখার জন্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচেষ্টা করতে ইচ্ছুক, তিনি তাদের আরও জ্ঞান দান করেন।
5. আর এটা শুধু বেরিয়ার অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়া নয়; পৌলের কাছ থেকে শুনতে শুরু করার পর পৌত্তলিক এথেনীয়দেরও একই প্রতিক্রিয়া ছিল, "তখন তারা তাঁকে নিয়ে অরিওপাগাসে এসে বলল, 'আপনি যে নতুন শিক্ষা প্রচার করছেন, তা কি আমরা জানতে পারি? কারণ

আপনি আমাদের কানে কিছু অদ্‌ভুত কথা বলছেন; তাই আমরা জানতে চাই, এই বিষয়গুলির অর্থ কী।'" প্রেরিত ১৭:১৯-২০ নিঃসন্দেহে, একজন ধার্মিক খ্রীষ্টান পৌত্তলিকদের মতোই মহৎ হৃদয়ের হতে পারেন!

২০৩০ কেন?

ইসরায়েলের বারোজন পুত্র ছিল, যারা বারোটি গোত্রে পরিণত হয়েছিল।

শলোমনের মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র রহোবোয়াম রাজা হন এবং তিনি ছিলেন অহংকারী। ফলস্বরূপ, বারোটি গোত্রের মধ্যে দশটি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং উত্তরে "ইস্রায়েলের বংশ" গঠন করে, দক্ষিণে "যিহূদার বংশ"-কে রেখে। উত্তরের ইস্রায়েল ভয়াবহ মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয় এবং ঈশ্বর তাদের **ত্যাগ করেন** , যার ফলে ৭২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাদেরকে অ্যাসিরীয় নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঈশ্বর তাদেরকে ৩৯০ বছরের জন্য শাস্তি দেন। এরাই ইস্রায়েলের "হারিয়ে যাওয়া দশটি গোত্র"। যিহিষ্কেলের জেরুজালেমের দিকে মুখ করে বাম পাশে শুয়ে থাকার অর্থ হলো, হিব্রু সময়রেখায় শাস্তির বছরগুলো অবরোধের বাম দিকে থাকবে , যা ডান থেকে বাম দিকে চলে... অর্থাৎ, শাস্তির বছরগুলো ৭০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অবরোধের পরে আসবে, কারণ সেটি ছিল জেরুজালেমের প্রথম এবং ব্যর্থ অবরোধ। *লোহার তাওয়াটির* অর্থ হলো অবরোধটি ব্যর্থ হবে।

দক্ষিণের যিহূদাও দুষ্ট ছিল, কিন্তু তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছিল, যদিও তা ছিল কেবলই অনিচ্ছাসত্ত্বে। এর ফলে ঈশ্বর তাদের ত্যাগ করেননি, বরং তাদের জন্য শাস্তি ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তা ছিল মাত্র ৪০ বছরের জন্য। যিহিষ্কেলের জেরুজালেমের দিকে মুখ করে ডান পাশে শুয়ে থাকার অর্থ হলো, হিব্রু সময়রেখায় শাস্তির বছরগুলো অবরোধের ডানদিকে , অর্থাৎ ডান থেকে বাম দিকে ঘটবে... যার মানে হলো, শাস্তির বছরগুলো কালানুক্রমিকভাবে অবরোধের আগে সংঘটিত হবে।

লেবীয় পুস্তক ২৬:১৮, ২১, ২৪ ও ২৮ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে, যদি ইস্রায়েল ও যিহূদা অনুতাপ করতে এবং ঈশ্বরের কাছে

আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে, তবে তিনি তাদের শাস্তি সাতগুণ বাড়িয়ে দেবেন ।

যিহিষ্কেল ৪ অধ্যায়ে আমাদের আরও বলা হয়েছে যে, ইস্রায়েল বংশের উপর ৩৯০ বছরের শাস্তির সূচনা হবে খ্রিস্টপূর্ব ৭০১ অব্দে আসিরিয়া কর্তৃক জেরুজালেমের প্রথম ব্যর্থ অবরোধের পর।

খ্রিস্টপূর্ব ৭০১ অব্দে জেরুজালেমের প্রথম অবরোধ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩১১ অব্দ পর্যন্ত ইসরায়েলের শাস্তি চলেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩১১ অব্দে ইসরায়েল কি অনুতপ্ত হয়েছিল? না। যেহেতু তারা অনুতপ্ত হয়নি, তাই তাদের ৩৯০ বছরের শাস্তি সাত গুণ বাড়িয়ে ২,৭৩০ বছরের একটি নতুন শাস্তিকাল তৈরি করা হয়, যা আবারও খ্রিস্টপূর্ব ৭০১ অব্দ থেকে শুরু হয়েছিল।

৭০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ + ২,৭৩০ বছর = ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ
(স্মরণ করুন, শূন্য বছর বলে কিছু নেই।)

যিহূদা আরও ভালো করেছিল, তাই না? না। যিহূদার শাস্তি ৪০ বছর ধরে চলেছিল, কিন্তু এবার তা কোনো অবরোধের **পরে নয়, বরং জেরুজালেমের চূড়ান্ত অবরোধের আগে শুরু হয়েছিল** । সেই ৪০ বছর চলেছিল ৩০ খ্রিস্টাব্দে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে শুরু করে ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের চূড়ান্ত অবরোধ পর্যন্ত, যখন মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। যেহেতু তারা ৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনুতপ্ত হয়নি, তাই তাদের ৪০ বছরের শাস্তি সাত গুণ বেড়ে গিয়ে ৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া ২৮০ বছরের এক নতুন শাস্তিকাল হয়ে দাঁড়ায়।

৭০ খ্রিস্টাব্দ + ২৮০ বছর = ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ
তাদের অনুতপ্ত হওয়ার আরেকটি সুযোগ ছিল, কিন্তু তারা তা করেনি।

যিহূদার ২৮০ বছরের শাস্তিকে আবার সাত দিয়ে গুণ করা হয় ! ২৮০ বছর x সাত = ১,৯৬০ বছর।

৭০ খ্রিস্টাব্দ + ১,৯৬০ বছর = ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ

ইসরায়েলের শাস্তি এবং যিহূদার শাস্তি, দুটি পৃথক সময়রেখা হিসেবে, উভয়েরই মেয়াদ ২০৩০ সালে শেষ হবে! বিশেষত, ২০৩০ সালের নিস্তারপর্বে।

৩০ খ্রিস্টাব্দে নিস্তারপর্বের দিনে, ৫ ই এপ্রিল, বুধবার যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; আপনার এটা পাওয়া দরকার।

ক্রুশবিদ্ধকরণের ২০০০ তম বার্ষিকী ২০৩০ খ্রিস্টাব্দে পালিত হবে।

গীতসংহিতা ৯০:১০ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে, এক প্রজন্ম হলো ৮০ বছর।

যিশু বলেছিলেন যে, যে প্রজন্ম ইসরায়েলকে এই ভূমিতে ফিরে আসতে দেখবে, তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত সেই প্রজন্ম শেষ হবে না। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইসরায়েল একটি জাতি হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করে, কিন্তু ১৯৫০ সালের ২৩শে জানুয়ারি নেসেটে ৬০-২ ভোটে জেরুজালেমকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করার আগ পর্যন্ত তা রাজধানী ছিল না।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ + ৮০ বছর = ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ

চারটি টাইমলাইন একই বছরে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা **প্রায় নেই বললেই চলে**!

ইহুদিদের উৎসবের দিনগুলোকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় "মোয়েদিম"। (מוֹעֲדִים)

মো'এদিম-এর মধ্যে সাতটি প্রধান উৎসব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- **স্প্রিং মো'এদিম:**
    1. পাসওভার (পেসাচ)
    2. খামিরবিহীন রুটির (মাতজাহ) উৎসব
    3. প্রথম ফলের উৎসব (ইয়োম হাবিক্কুরিম)
    4. সপ্তাহের উৎসব (শাভৌত বা পঞ্চাশত্তমী)

- **পতন মো'এদিম:**
    5. তূরী উৎসব (ইয়োম তেরুয়াহ বা রোশ হাশানাহ)
    6. প্রায়শ্চিত্তের দিন (ইয়োম কিপ্পুর)
    7. তাঁবু উৎসব (সুক্কোত)

যিশু তাঁর প্রথম আগমনে ঠিক সময়ে প্রথম চারটি পূর্ণ করেছিলেন:

1. নিস্তারপর্বের দিনে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।
2. খামিরবিহীন রুটির সময়ে তিনি সমাধিতে ছিলেন।
3. প্রথম ফল দিবসে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন।
4. তিনি পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় আগমনে শেষ তিনটি ঠিক সময়ে পূর্ণ করবেন :

5. তিনি ইয়োম তেরুয়াহ-তে ফিরে আসবেন।
6. তিনি ইয়োম কিপপুরের সময় আমাদের সুরক্ষিত রাখবেন।
7. তিনি সুক্কোতে আমাদেরকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যাবেন।

কালানুক্রমিকভাবে পরবর্তী যে উৎসবের দিনটি অবশ্যই আসতে হবে তা হলো:
ইয়োম তেরুয়াহ, অর্থাৎ তূরীধ্বনির দিন, এবং এটি **২০৩০ সালে ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে পড়বে**।

আজ পুনরুত্থানের দিন,
মহাপ্রলয় এবং যিশুর প্রত্যাবর্তন।

দানিয়েল গাব্রিয়েলকে জিজ্ঞাসা করলেন শেষকাল কখন আসবে, কিন্তু দানিয়েল ১২:৯ পদে আছে – স্বর্গদূত গাব্রিয়েল বললেন, “দানিয়েল, তুমি যাও, কারণ এই বাক্যগুলো **শেষকাল পর্যন্ত গুপ্ত ও মোহর করা থাকবে** ।” ১০ পদ – “অনেকে শুদ্ধ, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হবে, কিন্তু দুষ্টরা দুষ্টতা করবে; এবং দুষ্টদের কেউই বুঝবে না , কিন্তু যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে [অর্থাৎ জ্ঞানীরা] তারাই বুঝবে ।”

এই সমস্ত তথ্য সম্প্রতি পর্যন্ত পিতা ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন। এখন যেহেতু আমরা “শেষকালে” আছি, পিতা এই তথ্য উন্মোচন করেছেন এবং ফলস্বরূপ, “জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে,” ঠিক যেমন গাব্রিয়েল বলেছিলেন।

আমি ১১ বছর ধরে ধর্মীয় সেবায় নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও, মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত এই বিষয়গুলো জানতাম না! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে! এখন আপনার পালা । IGNORANT শব্দটির মূল হলো IGNORE। প্রমাণ উপেক্ষা করবেন না।

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgrdwDhdrOUnMNqpGm93UzxK8sCdLtqJo

এটি ইউটিউবে মেসায়া ২০৩০ চ্যানেলের প্লেলিস্ট, যেখান থেকে আমি এই পেপারের প্রায় সবকিছুই শিখেছি। ডেসক্রিপশন বক্সে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক-বিহীন ভার্সনগুলোর লিঙ্ক দেওয়া আছে, যেগুলো অনেকেই পছন্দ করেন।

আমো ৩:৭

নিশ্চয়ই প্রভু ঈশ্বর কিছুই করেন না।
যদি না তিনি তাঁর গোপন পরামর্শ প্রকাশ করেন
তাঁর দাস ভাববাদীদের প্রতি।

৭ বছরের মহাক্লেশ নেই

আমাদের দশবার বলা হয়েছে যে শেষ সময় মাত্র সাড়ে তিন বছর স্থায়ী হবে।

1. দানিয়েল ৭:২৫ – এক কাল, দুই কাল, ও অর্ধ কাল
2. দানিয়েল ১২:৭ – এক কাল, দুই কাল, ও অর্ধ কাল
3. দানিয়েল ১২:১১ – ১,২৯০ দিন
4. লূক ৪:২৫ – সাড়ে তিন বছর (এলিয়র প্রসঙ্গে)
5. প্রকাশিত বাক্য ১১:২ – ৪২ মাস
6. প্রকাশিত বাক্য ১১:৩ – ১,২৬০ দিন
7. প্রকাশিত বাক্য ১১:৯,১১ – সাড়ে তিন দিন
8. প্রকাশিত বাক্য ১২:৬ – ১,২৬০ দিন
9. প্রকাশিত বাক্য ১২:১৪ – এক কাল, দুই কাল, এবং অর্ধ কাল
10. প্রকাশিত বাক্য ১৩:৫ – ৪২ মাস

তাঁর বিখ্যাত ১৭১২ সালের বাইবেল ভাষ্যে, ম্যাথিউ হেনরি দানিয়েল ৯:২৭ পদটি যিশু খ্রিস্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন, কোনো খ্রিষ্টারিষ্টের ক্ষেত্রে নয়। তিনি বলেছিলেন, “একবার ও চিরকালের জন্য নিজেকে বলিদানরূপে উৎসর্গ করার মাধ্যমে তিনি [যিশু] সমস্ত লেবীয় বলিদানের অবসান ঘটাবেন।”

অ্যাডাম ক্লার্ক তাঁর ১৮২৫ সালের সুপরিচিত বাইবেল ভাষ্যে বলেছেন যে, দানিয়েল ৯:২৭-এর “সাত বছরের মেয়াদ” এই ইঙ্গিত দেয় যে স্বয়ং যিশু “মানবজাতির সঙ্গে নতুন চুক্তিটি নিশ্চিত বা অনুমোদন করবেন,” যদিও তিনি নতুন চুক্তির **মাধ্যমেই** পুরাতন চুক্তিটিকে *নিশ্চিত করেছিলেন।*

১৮২৭ সালে জন নেলসন ডার্বি জেসুইট ফ্রান্সিসকো রিবেরা কর্তৃক উদ্ভাবিত সাত বছরের মহাক্লেশকাল এবং মহাক্লেশের পূর্ববর্তী ঊর্ধ্বগমন তত্ত্বকে প্রচার করেন।

অনেকে দানিয়েল ৯:২৭ক পদটির ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে, খ্রিষ্টারি ইসরায়েলের সাথে একটি ৭ বছরের শান্তি চুক্তি *স্থাপন করবে* এবং তারপর মাঝপথে সেই চুক্তি ভঙ্গ করবে, যার ফলে এক ভয়াবহ সাড়ে তিন বছরের মহাক্লেশকাল শুরু হবে। হিব্রু শব্দ 'গাবার' (גָּבַר) -এর অর্থ হলো *কোনো বিদ্যমান বস্তুকে* জয়ী হওয়া, শক্তিশালী করা বা নিশ্চিত করা। এর অর্থ এই নয় যে *কেউ* একটি চুক্তি স্থাপন করেন। যিশু সাত বছরের জন্য আব্রাহামীয় চুক্তিটি "অনেকের সঙ্গে" নিশ্চিত করেছিলেন, যার অর্থ হলো যারা বিশ্বাস করবে তাদের সকলের সঙ্গে, বিশেষ করে অ-ইহুদি জাতিদের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা "ইস্রায়েল বংশের হারানো মেষদের" [মথি ১৫:২৪] সঙ্গে।

রাজপুত্র" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ২৬ পদে "*আসন্ন রাজপুত্রের"* লোকদের বিষয়ে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মানুষকে বিভ্রান্ত করে, কারণ "আসন্ন" কথাটি ভবিষ্যৎ কালের, অথচ যীশুর আগমন নিশ্চিতভাবেই অতীতের ঘটনা। কিন্তু, দানিয়েল যখন এটি লিখেছিলেন, তখনও যীশুর আগমন বহু শতাব্দী পরের বিষয় ছিল।

যিশু ছিলেন এবং আছেন মসিহ, সেই *রাজপুত্র যিনি তাঁর রক্তে এক নতুন নিয়ম স্থাপন করেছেন এবং তাঁর পরিচর্যার* সাত বছর ধরে আব্রাহামের নিয়মকে শক্তিশালী করেছেন। গালাতীয় ৩:২৯ – "আর যদি তোমরা খ্রীষ্টের হও, তবে তোমরা আব্রাহামের বংশধর, *প্রতিজ্ঞা অনুসারে উত্তরাধিকারী*।" মথি ২৬:২৮ পদে যখন যিশু বলেছিলেন, "এই আমার নিয়মের রক্ত, যা অনেকের পাপমোচনের জন্য ঢেলে দেওয়া হয়েছে" (NIV), তখন তিনি সম্ভবত জানতেন যে তিনি দানিয়েল ৯:২৭ পদটি ঘনিষ্ঠভাবে উদ্‌ধৃত করছেন, যেখানে বলা হয়েছে, "তিনি অনেকের সঙ্গে নিয়মটি দৃঢ় করবেন।"

যিশুর প্রথম আগমনের সময়, তিনি তাঁর ৭-বছরব্যাপী পরিচর্যার প্রথম অর্ধেক সম্পন্ন করেছিলেন, এবং এই সাত বছরের মাঝখানে তাঁকে "ছেদন" করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে পাপের সাময়িক

আবরণের জন্য পশু বলিদানের ইহুদি প্রথার অবসান ঘটে। এই বিভ্রান্তির কারণ হলো, তারা ৩০ খ্রিস্টাব্দে বলিদানের অবসান এবং ২০২৭ খ্রিস্টাব্দে বলিদানের অবসানকে গুলিয়ে ফেলে। ইব্রীয় ১০:১২ – “কিন্তু তিনি, যিনি সর্বকালের জন্য পাপের উদ্দেশ্যে এক বলিদান উৎসর্গ করেছেন... পদ ১৮ এখন যেখানে এই সবের ক্ষমা আছে, সেখানে পাপের জন্য বলিদানের *আর প্রয়োজন নেই।” এর ফলে তাঁর পরিচর্যার আরও* সাড়ে তিন বছর বাকি থাকে। এই সাড়ে তিন বছর, ৪২ মাস, ১,২৬০ দিনের কথাই *দশবার বলা হয়েছে*।

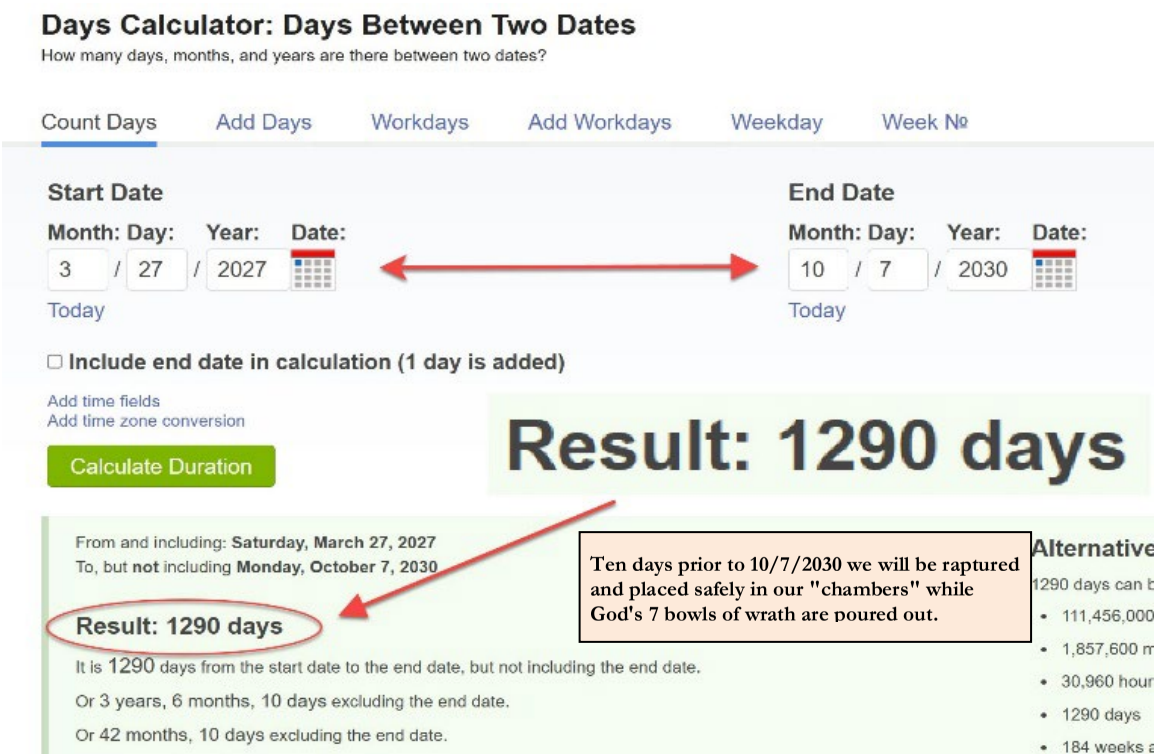

কিন্তু প্রথমে, মানবজাতিকে বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে খ্রিষ্টারিষ্টের দলে যোগ দেওয়ার জন্য ৩০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে।

শে মার্চ , ২০২৭

ধর্মত্যাগের পর, ১,২৬০ দিনের মহাক্লেশকাল শুরু হয়।

শে এপ্রিল , ২০২৭

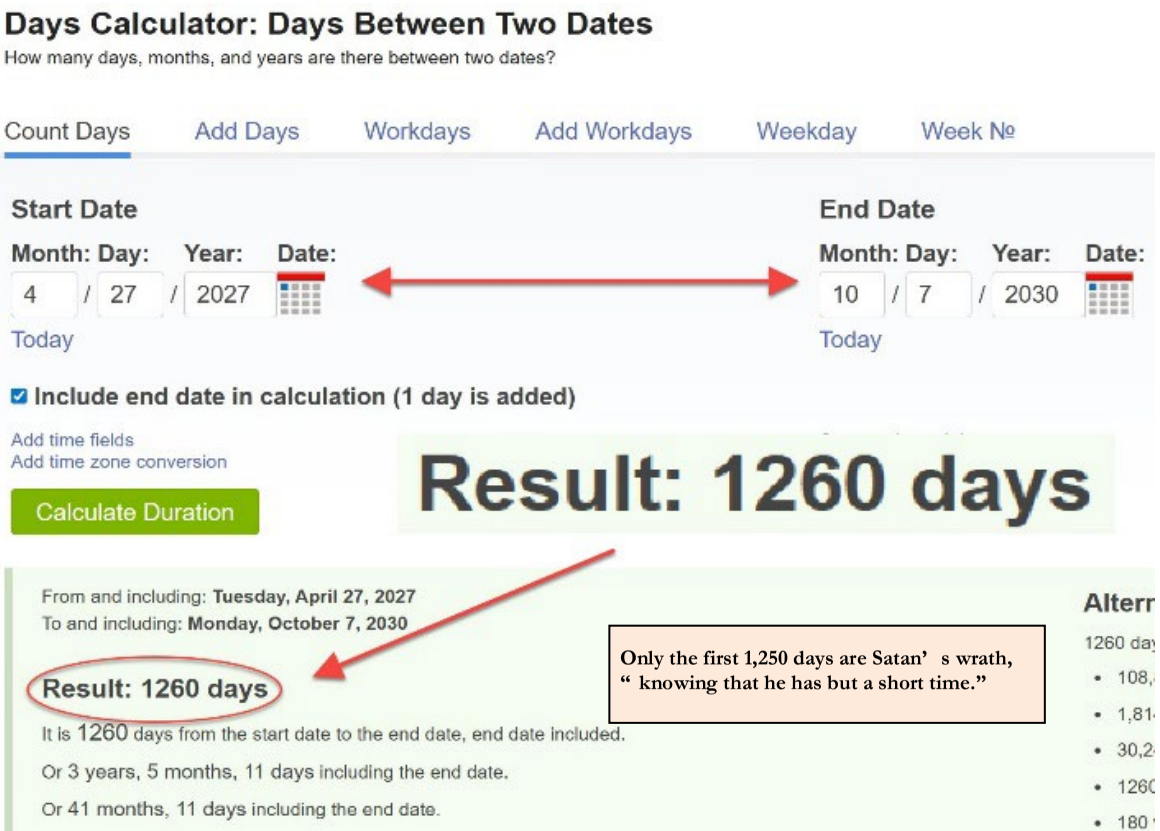

ইসলাম সম্পর্কে কী বলবেন?

ধর্মগ্রন্থে এমন অসংখ্য তথ্যপ্রমাণ রয়েছে যা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসলাম হলো শেষ সময়ের নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য এবং পরাধীনতার ব্যবস্থা।

ইসলামী খিলাফত, যা নব্য-উসমানীয় ব্যবস্থা নামেও পরিচিত, তা-ই হলো "পশু" বা খ্রিষ্টারি ব্যবস্থা।

মাহদী বা ইসলামের দ্বাদশ ইমাম ব্যক্তিগতভাবেই দাজ্জাল এবং তিনি পশু নামেও পরিচিত। প্রেক্ষাপট ভেদে, “পশু” বলতে কোনো ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন বা তার নেতাকে বোঝানো হতে পারে।

তার সহায়ক হিসেবে আছেন পোপ লিও, যাঁকে বাইবেলে ভণ্ড নবী বলা হয়েছে।

পশুর চিহ্ন কোনো সংখ্যা নয়, বরং গ্রিক অক্ষরের একটি ভুল ব্যাখ্যা, যে অক্ষরগুলো আবার যোহন তাঁর পার্চমেন্টে যা এঁকেছিলেন তারই ভুল ব্যাখ্যা। যোহন হিব্রু, আরামাইক এবং গ্রিক বুঝতেন, কিন্তু আরবি বুঝতেন না। যখন তিনি মুসলিম জিহাদিদের কপালে ও ডান হাতে রুমাল দেখলেন, তখন তিনি বুঝলেন যে بسم الله এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এই জঙ্গি গোষ্ঠীটির আত্মপরিচয়ের মৌলিক উপায় ছিল, কিন্তু সে জানত না যে এর উচ্চারণ /বিসমিল্লাহ/ এবং এর অর্থ, “আল্লাহর নামে।”

সাত-মাথাওয়ালা পশুর মাথাগুলো সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে; যোহনের সময়ে পাঁচটি সাম্রাজ্য অতীতে ছিল, একটি সক্রিয় ছিল এবং একটি তখনও গড়ে ওঠেনি।

1. মিশর
2. অ্যাসিরিয়া
3. ব্যাবিলন
4. মেদো-পারস্য
5. গ্রীস
6. রোম
7. অটোমান সাম্রাজ্য

১৯২৩ সালের ২৯শে অক্টোবর, মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক যখন তুর্কিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন অটোমান সাম্রাজ্য "মারাত্মকভাবে আহত" হয়েছিল। সেই মারাত্মক ক্ষত শীঘ্রই সেরে যাবে এবং অটোমান সাম্রাজ্য নব্য-অটোমান ব্যবস্থা বা অনুরূপ কোনো নামে পুনর্জন্ম লাভ করবে। একারণেই প্রকাশিত বাক্য ১৭:১১ পদে একটি অষ্টম মস্তকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি পুনর্জন্মপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যটি রোমান সাম্রাজ্য হতো, তাহলে রোম হতো সপ্তম এবং কোনো অষ্টম মস্তক থাকতো না !

নেবুচাদনেজারের মূর্তির ক্ষেত্রে, সোনা , রুপা এবং ব্রোঞ্জ কিসের প্রতীক তা আমরা সবাই জানি, তাই এবার আমি আপনাদের লোহা এবং মাটি সম্পর্কে বলি। লোহা রোমের প্রতীক। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্টাইন যখন পূর্ব বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য গঠন করেন, তখন এটিকে পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল।

কাদামাটি অটোমান উভয়কেই প্রতিনিধিত্ব করে। সাম্রাজ্য এবং সাধারণভাবে ইসলাম। কারণ দশটি পায়ের আঙুল থাকার কারণ হলো সেগুলো দানিয়েল ৭ অধ্যায় থেকে দশটি শিং এবং প্রকাশিত বাক্য ১৩ ও ১৭ অধ্যায় থেকে দশটি শিং; তারা হলো ইসলামী রাষ্ট্র যা কেন গ্যাব্রিয়েল জনকে বলে যে তারা "এখনও রাজ্য লাভ করিনি," যেহেতু ইসলাম আবিষ্কৃত হয়নি সেই সময়ের মধ্যে। এই দশটি ইসলামী দেশ খলিফা বা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে ২০২৭ সালে সমগ্র ইসলামের নেতা এবং প্রদান করুন একটি কনফেডারেসিতে তাদের কর্তৃত্ব।

মূর্তিটির পা লোহা ও কাদামাটি দিয়ে "মিশ্রিত" হওয়ার কারণ হলো,

ইসলামিক কাদামাটির খলিফার পাশে রোমান (ক্যাথলিক) লোহার মূর্তি থাকবে। “মিশ্রিত” শব্দটি হিব্রু “ ערב ” ‘ আরাভ ” বা আরব, অর্থাৎ “মিশ্র জাতি” থেকে উদ্ভূত হতে পারে। “... প্রত্যেক গোত্র, জাতি, ভাষা ও দেশ...” হ্যাঁ, পোপ ইসলামকে একটি “সহযোগী আব্রাহামীয় ধর্ম” হিসেবে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং ক্যাথলিকদের সকল ধর্মকে “আলিঙ্গন” করতে বলেছেন। তিনি বলেন যে, ধর্মগুলোর মধ্যে যা কিছু ভালো, তা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আসে। এটি একটি চরম জঘন্য ধর্মদ্রোহিতা। তিনি ক্যাথলিকদের বলবেন ইসলামকে প্রথমে সম্মান করতে, তারপর সহ্য করতে, তারপর অনুমোদন করতে, তারপর গ্রহণ করতে, তারপর সমর্থন করতে, এবং তারপর ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করতে, এবং ইসলামের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশে তাদের কপালে শাহাদা পরার আদেশ দেবেন।

এটাই হলো বাইবেলের শেষ অধ্যায়ে সতর্ক করা “পশুর চিহ্ন”। যে কেউ পরিধান করে শাহাদা জাহান্নামে যাবে ।

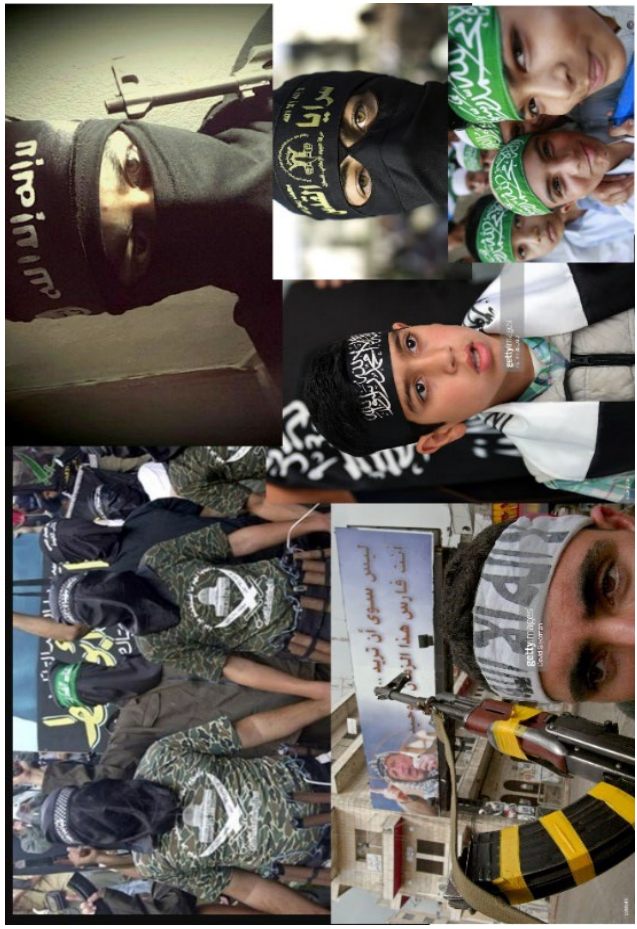

মুসলিমদের হাতে নিহত খ্রিস্টানরা
ডেট কর্ড ব্যবহার করে তাদের শিরশ্ছেদ করা।

চারটি ঘোড়ার রংগুলোর অর্থ কী?
মহাপ্রলয়ের তাৎপর্য কী?

এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে চারটি ঘোড়ার রঙ এমন।

1. সাদা
2. লাল
3. কালো
4. সবুজ

হ্যাঁ, চতুর্থটি আসলে শুধুই সবুজ, ফ্যাকাশে সবুজ, ছোপ ছোপ, ছাইরঙা বা অন্য কিছু নয়, শুধু সবুজ। এটি এমন আরেকটি বিষয় যা হয় ঈশ্বর শেষ সময় পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন, অথবা সম্ভবত শয়তান এটি গোপন করেছিল এই সত্যটি আড়াল করার জন্য যে এটি ইসলামের প্রতীক। সবুজ ঘোড়াটির কথা প্রকাশিত বাক্য ৬:৮ পদে আছে। প্রকাশিত বাক্য ৮:৭ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে সবুজ ঘাসের এক-তৃতীয়াংশ পুড়ে যায়। এটি হুবহু একই গ্রিক শব্দ: χλωρός / chloros । আপনি কি কখনো ফ্যাকাশে বা ছাইরঙা ঘাস দেখেছেন?

আর আপনার কী মনে হয়, সৌদি আরবের পতাকায় একটা তলোয়ার কেন আছে?

সৌদি আরব মৃত্যুদণ্ড হিসেবে শিরশ্ছেদ ব্যবহারের জন্য পরিচিত। আমার ভাই মার্ক সেখানে থাকাকালীন একটি শিরশ্ছেদ স্বচক্ষে দেখেছে।

প্রকাশিত বাক্য ২০:৪ তখন আমি সিংহাসনসমূহ দেখলাম, এবং তাঁরা সেগুলির উপর বসেছিলেন, আর বিচার করার ক্ষমতা তাঁদের দেওয়া হয়েছিল। আর আমি সেই সমস্ত আত্মাদের দেখলাম, যারা যীশুর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ও ঈশ্বরের বাক্যের জন্য শিরশ্ছেদ হয়েছিল; এবং যারা সেই পশুকে বা তার প্রতিমাকে পূজা করেনি এবং তাদের কপালে ও হাতে তার চিহ্ন গ্রহণ করেনি; আর তারা জীবিত হয়ে উঠল এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করল।

“গির্জা”র শিক্ষার বিপরীতে গিয়ে তিনি তাঁর আত্মত্যাগ সম্পন্ন করে ক্রুশ থেকে নেমে এসে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন এবং তাঁর পিতার সিংহাসনে আসীন হয়েছেন।

যারা মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিরোধ করে না, তাদের কী হয়? প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯ তখন আর একজন স্বর্গদূত উচ্চস্বরে বললেন, “যদি কেউ সেই পশু ও তার প্রতিমাকে পূজা করে এবং তার কপালে বা হাতে কোনো চিহ্ন গ্রহণ করে, ১০ তবে সেও ঈশ্বরের ক্রোধের দ্রাক্ষারস পান করবে ,

[এর অর্থ হলো, ২০৩০ সালের ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর তাদের তুলে নেওয়া হবে না।]

যা তাঁর ক্রোধের পাত্রে পূর্ণ শক্তিতে মিশ্রিত আছে; এবং তিনি পবিত্র স্বর্গদূতদের ও মেষশাবকের সামনে অগ্নি ও গন্ধক দ্বারা যন্ত্রণা ভোগ করবেন। ১১ আর তাদের যন্ত্রণার ধোঁয়া অনন্তকাল ধরে উঠতে থাকবে; যারা সেই পশু ও তার প্রতিমাকে পূজা করে এবং যারা তার নামের চিহ্ন গ্রহণ করে, তাদের দিনরাত কোনো বিশ্রাম নেই।” যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে এবং যীশুর প্রতি তাদের বিশ্বাস রাখে, সেই সাধুদের অধ্যবসায় এই।

এটি একটি ভয়াবহ পরীক্ষা যার সম্মুখীন আমরা হতে চলেছি। এর মাধ্যমে প্রভু সত্যি সত্যি জানতে পারবেন, কে প্রকৃত ও বৈধ খ্রিষ্টান এবং কে নয়।

ট্রাইবুলেশন শব্দটি ল্যাটিন 'ট্রিবুলাম' থেকে এসেছে। ট্রিবুলাম ছিল এক ধরনের শস্য মাড়াইয়ের স্লেজ গাড়ি, যা দিয়ে গমের দানা থেকে তুষকে জোর করে আলাদা করা হতো। এরপর সেই তুষ সংগ্রহ করে রান্নার জ্বালানি হিসেবে পোড়ানো হতো।

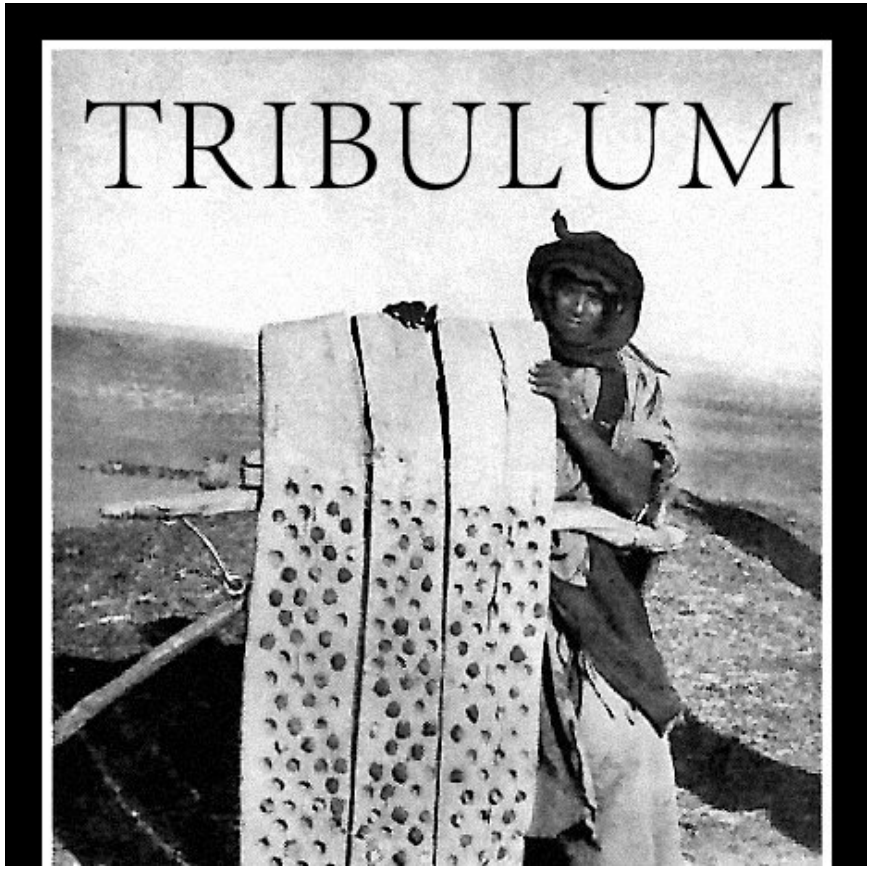

খ্রিস্টানদের অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে এবং ভণ্ডদের থেকে যন্ত্রণাদায়কভাবে আলাদা করা হবে। আমরা ইতিমধ্যেই তাদের জীবনের ফল দেখে ভুয়া “খ্রিস্টানদের” চিনি, এবং আমরা জানি যে তারাই জগৎকে এটা ভাবায় যে খ্রিস্টানরা ভণ্ড। কিন্তু মহাক্লেশকাল সকলের কাছে তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ করে দেবে, এবং একবার তুষ আলাদা হয়ে গেলে, তা জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলা হবে।

ইসলামী আদর্শ বর্ণনা অনুসারে, মুহাম্মদ (সাঃ) আকাশ থেকে পতিত একটি কালো পাথর লাভ করেন। আমরা একে উল্কাপিণ্ড বলি। ইসলাম-পূর্ব গোত্রগুলো এটিকে দেবতা হিসেবে পূজা করত এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এটিকে কাবায় স্থাপন করেন।

মুহাম্মদের কুরাইশ গোত্র এবং অন্যান্যরা পাথরটি নিয়ে লড়াই করেছিল এবং অবশেষে এটিকে কাবাঘরের বাইরের কোণে স্থাপন

করেছিল, যেখানে মুসলমানরা তাদের পাপ মোচনের জন্য এর চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে এবং চুম্বন করতে পারে। আমি সত্যি বলছি। 'দ্য সিন' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, পাথরটি মূলত সাদা ছিল এবং সমস্ত পাপ মোচনের ফলে এটি কালো হয়ে যায়। আজ আপনি এর চেয়ে বেশি পৌত্তলিক কিছু পড়েছেন কি?

পোপ হলেন ভণ্ড নবী প্রকাশিত বাক্য ১৩ থেকে, এবং ২০২৭ সালের মার্চ মাসে যখন অ্যান্টি-ক্রাইস্টের আগমন অনস্বীকার্য হবে, তখন সে তাকে সমর্থন করবে। আমার মনে হয় না সে নিজের সম্পর্কে এই বিষয়টি জানে।

https://www.facebook.com/share/r/18AARD9Hvn/

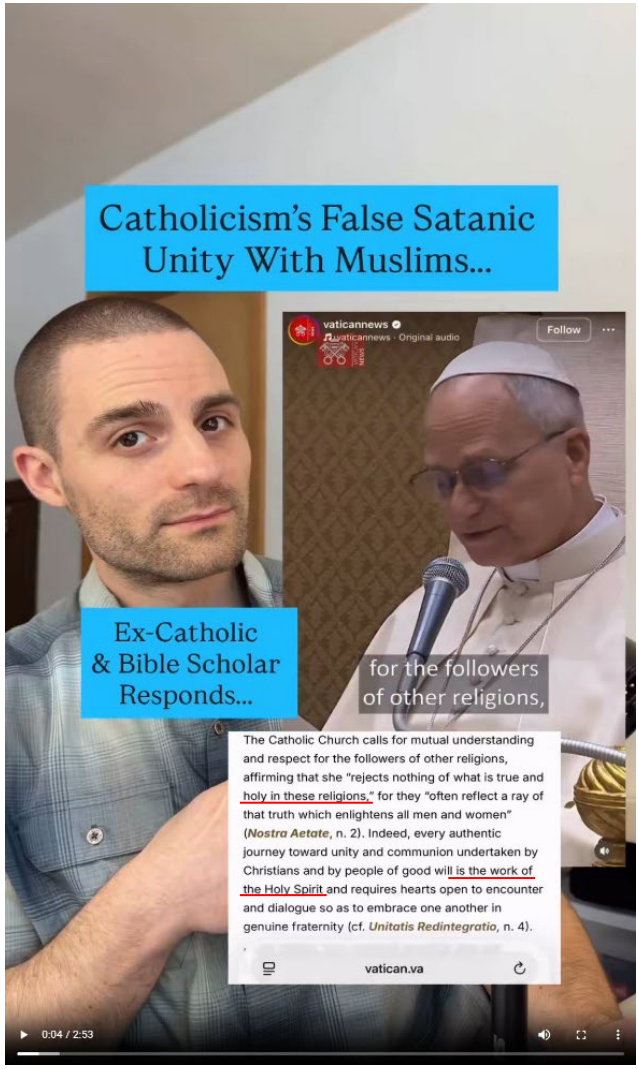

পোপ নিজেকে ঈশ্বরের এক মধুর ভৃত্য হিসেবে জাহির করেন, যিনি ভালোবাসা ও দয়া, ন্যায়বিচার ও করুণার প্রচার করছেন, কিন্তু নিজে কিছু ঈশ্বরনিন্দামূলক আজেবাজে কথা বলেন। এটা কি আপনাকে বাইবেলের কোনো শ্লোকের কথা মনে করিয়ে দেয়?

প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১ – তখন আমি পৃথিবী থেকে আর একটি পশু উঠে আসতে দেখলাম; তার মেষশাবকের মতো দুটি শিং ছিল এবং সে নাগ বা ড্রাগনের মতো কথা বলত।

উপরে লিঙ্ক করা ভিডিওতে তিনি ইতোমধ্যেই পবিত্র আত্মার অবমাননা করেছেন, যখন তিনি বলেছেন যে বিশ্বের সকল ধর্মে যা কিছু ভালো পাওয়া যায়, তা পবিত্র আত্মারই কাজ। সময় এলে, তিনি নব্য-উসমানীয় গোষ্ঠী এবং এর খলিফার সমর্থন পাবেন, যাতে তিনি সকল ক্যাথলিককে শাহাদা শিরোবন্ধনী পরতে বাধ্য করেন। এগুলোর চেহারা কেমন, তা এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো:

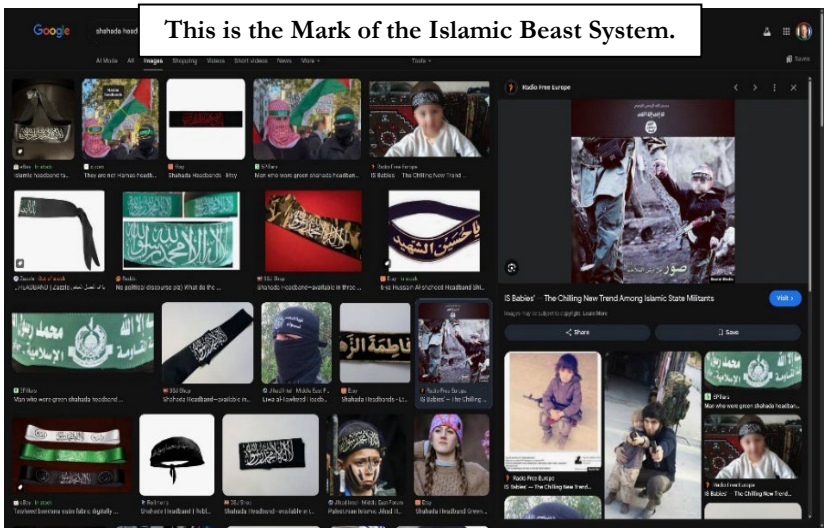

এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন:

> প্রকাশিত বাক্য ১৩:১২ – তিনি প্রথম পশুর উপস্থিতিতে তার সমস্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন। আর তিনি পৃথিবীকে ও তার বাসিন্দাদেরকে সেই প্রথম পশুর উপাসনা করতে বাধ্য করেন, যার মারাত্মক ক্ষত সেরে গিয়েছিল ।

যে পশুর মারাত্মক ক্ষত সেরে গিয়েছিল, সেটি ছিল অটোমান সাম্রাজ্য , এবং এটি “নব্য-অটোমান ব্যবস্থা” বা এই জাতীয় কোনো নামে পুনর্জন্ম লাভ করে। সেই পশুটির সাতটি মাথা ছিল। কোনো মানুষের সাতটি মাথা থাকে না, সুতরাং, এটা স্পষ্টতই খলিফার উপর কোনো ব্যর্থ গুপ্তহত্যা বা এই জাতীয় কিছু নয়। এমনকি ইউটিউবের চমৎকার AoC নেটওয়ার্কেও এমন ভিডিও আছে যেখানে একজন সুদর্শন অ্যান্টি-ক্রাইস্টকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা থেকে বেঁচে যেতে দেখা যায়। AoC-এর জেরেন লুইসের কাছ থেকেই আমি শেষ বর্ষণ এবং দুই সাক্ষীকে জলপাই গাছ হিসেবে উল্লেখ করার বিষয়টি ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে সবকিছু শিখেছি।
https://www.youtube.com/@aocnetwork/videos

পোপ শীঘ্রই অনেক আশ্চর্যজনক চিহ্ন দেখাবেন এবং অধিকাংশ ক্যাথলিক তার চালাকিতে পা দেবে।

> প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৪ – আর সে পশুর সামনে অলৌকিক চিহ্ন দেখানোর ক্ষমতা পেয়ে পৃথিবীর বাসিন্দাদের প্রতারিত করে; সে পৃথিবীর বাসিন্দাদের বলে, তরবারির আঘাতে আহত ও পুনরুজ্জীবিত হওয়া সেই পশুর একটি প্রতিমা তৈরি করতে।

অটোমান সাম্রাজ্যের প্রত্যাবর্তন উদযাপনের জন্য পোপ জনগণকে সম্মানসূচক ছবি, প্রতিমা বা মূর্তি তৈরি করতে বলবেন।

ক্যাথলিকরা ভ্রাতৃত্বের নামে এতে সায় দেবে এবং কারণ তারা "কেবল একটি সংগঠনের পুনর্জন্ম উদযাপন করছে, যিশুর আগে কোনো মানুষকে স্থান দিচ্ছে না।"

> প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৬ – আর সে ছোট-বড়, ধনী-গরিব, স্বাধীন ও দাস—সকলকে তাদের ডান হাতে বা কপালে একটি চিহ্ন দেয়, ১৭ এবং সে এমন ব্যবস্থা করে যে, যার কাছে সেই চিহ্ন, অর্থাৎ পশুর নাম অথবা তার নামের সংখ্যা, নেই, সে ছাড়া আর কেউ কেনাবেচা করতে পারবে না। ১৮ এখানেই প্রজ্ঞা। যার বোধশক্তি আছে, সে যেন পশুর সংখ্যা নির্ণয় করে, কারণ সেই সংখ্যা একজন মানুষের [মুহাম্মদের]; এবং তার সংখ্যা بسم الله দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

গ্রিক ভাষায় "Number" হলো α ριθμός (arithmós) এবং এর সঠিক অনুবাদ হলো "জনতা"। যেহেতু ইসলাম মুহাম্মদ নামক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত, তাই এটা বলা যুক্তিসঙ্গত যে, পশুর জনতাকে মুহাম্মদ দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের স্লোগান হলো, "বিসমিল্লাহ," بسم الله .

বাইবেলে কি সত্যিই পারমাণবিক যুদ্ধের কথা বলা আছে?

জাকারিয়া ৫। ‘মেগিলাহ’ হলো একটি চোঙা, যার ভেতরে পার্চমেন্ট বা চর্মপত্র এককভাবে গোটানো থাকে। সেই অধ্যায়ের মেগিলাহ বা “পুস্তিকা”টি ২০ কিউবিট বা ৩০ ফুট লম্বা এবং এর পরিধি ১০ কিউবিট বা ৫ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট। ইরানের মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর পরিবার প্রায় হুবহু এই মাপেরই:

https://missilethreat.csis.org/country/iran/

https://facsimile-editions.com/

‘Facsimiles’-এ ক্লিক করুন এবং মেগিল্লাটি দেখার জন্য একদম নিচে স্ক্রল করুন। আপনি দেখতে পাবেন, এটি একটি একক সিলিন্ডার এবং দুই দিক থেকে গোটানো পরিচিত স্ক্রলটির মতো নয়।

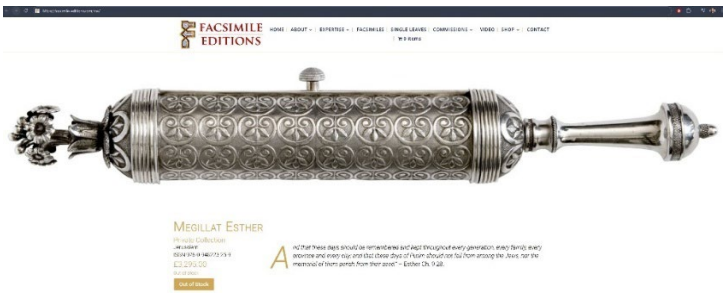

জাকেরিয়া ৫:১১ এটি শিনার দেশ বা আধুনিক ইরানে তার নিজস্ব ঘাঁটির উপর অবস্থিত। যে ট্রাকটি এটিকে বহন করে তাকে ট্রান্সপোর্টার-ইরেক্টর-লঞ্চার (টিইএল) বলা হয় এবং যখন এটি নিক্ষেপের অবস্থানে থাকে, তখন ক্ষেপণাস্ত্রটি "তার নিজস্ব ঘাঁটির উপর" অবস্থান করে।

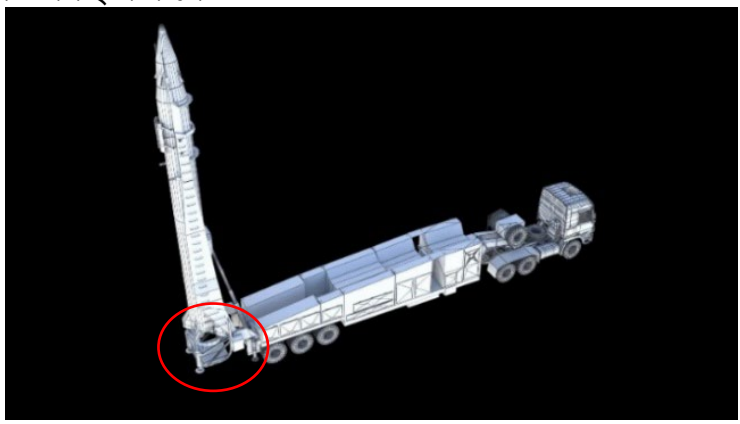

আপনি হয়তো ইসরায়েলের আকাশে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রকে বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশ করতে দেখেছেন। এগুলোকে দেখতে অনেকটা "আকাশ থেকে খসে পড়া" উল্কার মতো লাগে। শাহাব-৩ (ফার্সি: شهاب ۳, রোমানাইজড : Š ah â b 3; অর্থ "উল্কা-৩")-এর নামকরণ করা হয়েছে উল্কা বা খচ্চর বোঝাতে। এগুলো হলো যুদ্ধাস্ত্র যা বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশ করে।

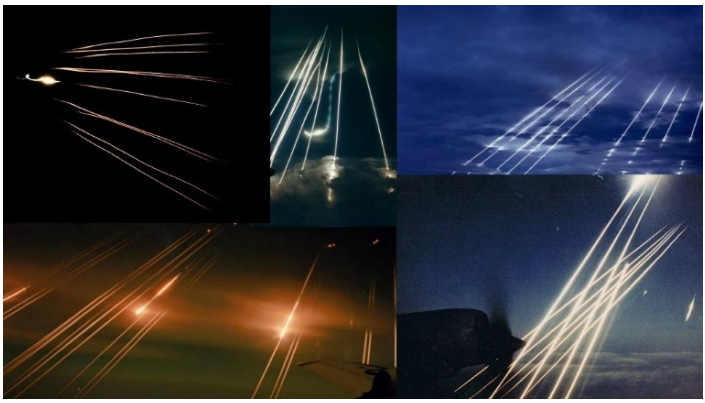

জাকারিয়া ৫:৪ পদে আমরা দেখি: “বাহিনীগণের সদাপ্রভু ঘোষণা করেন, ‘আমি তা প্রেরণ করব, এবং তা চোরের গৃহে ও আমার নামে মিথ্যা শপথকারীর গৃহে প্রবেশ করবে; এবং তা সেই গৃহের মধ্যে রাত্রিযাপন করবে ও তার কাঠ ও পাথরসহ তা ভস্ম করবে।’” পারমাণবিক বোমা পাথর ভস্ম করে... প্রচলিত বিস্ফোরক তা করে না। সুতরাং, ঈশ্বরই তা ঘটাবেন, যা এর উত্তম অনুবাদকে সমর্থন করে।

আগুন אֶשָּׁה eshshah or

হোমবলি אִשֶּׁה ishshah ---- বরং

মহিলা אִשָּׁה ইশশাহ -

যখন স্বরবর্ণের বিন্দু (নিকুদ) থাকে না, তখন এই সবগুলোর বানান একই হয়: **אשה** একটি এফাহের ভিতরে, যার আয়তন মাত্র ১০ গ্যালন... যা একটি যুদ্ধাস্ত্রের জন্য যথেষ্ট বড়, কিন্তু একজন মহিলার জন্য নয়। (উল্লেখ্য যে, জাকারিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর বহু শতাব্দী পরে মাসোরেটিক পাঠের আগ পর্যন্ত হিব্রু ভাষায় এই সমস্ত ছোট ছোট বিন্দুগুলো ছিল না।)

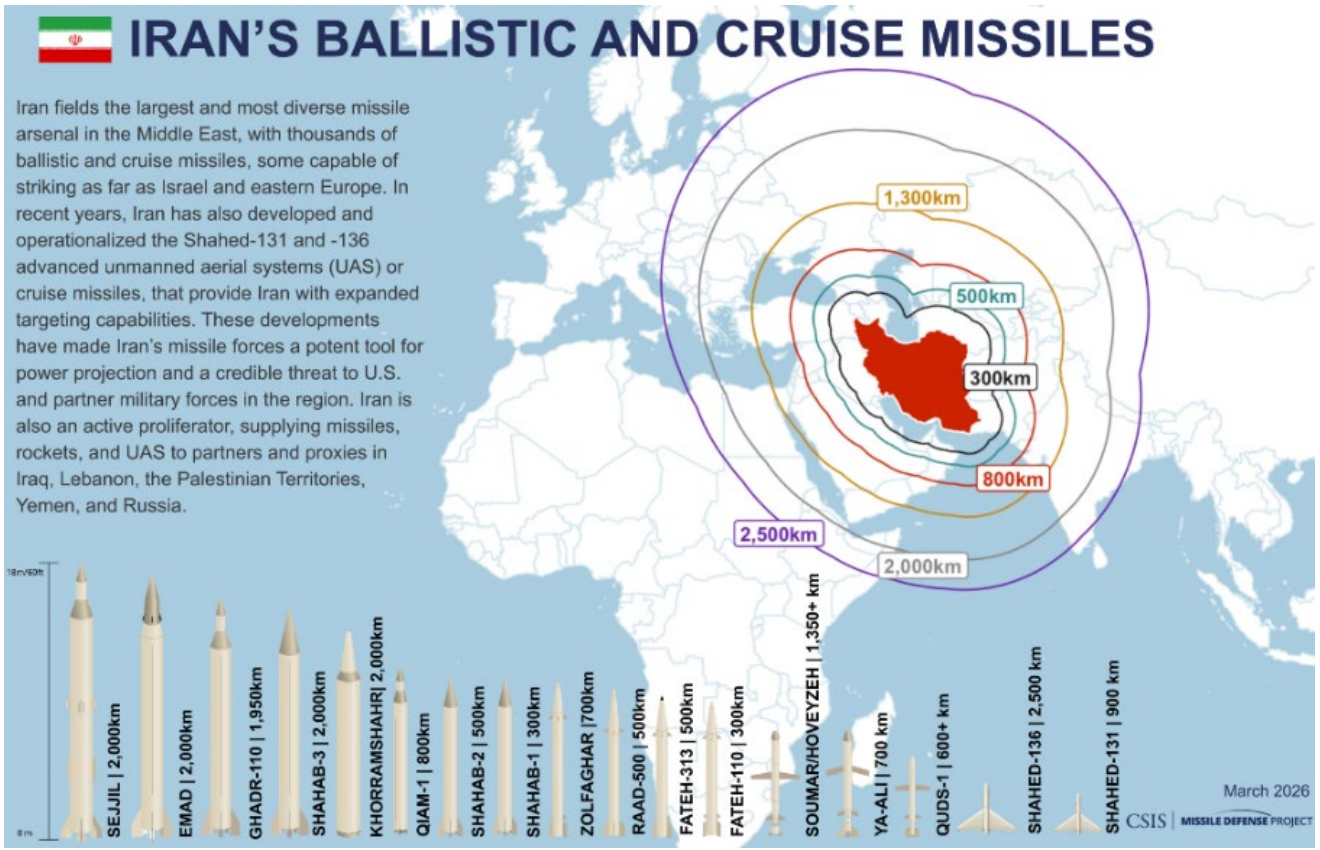

IRAN'S BALLISTIC AND CRUISE MISSILES

Iran fields the largest and most diverse missile arsenal in the Middle East, with thousands of ballistic and cruise missiles, some capable of striking as far as Israel and eastern Europe. In recent years, Iran has also developed and operationalized the Shahed-131 and -136 advanced unmanned aerial systems (UAS) or cruise missiles, that provide Iran with expanded targeting capabilities. These developments have made Iran's missile forces a potent tool for power projection and a credible threat to U.S. and partner military forces in the region. Iran is also an active proliferator, supplying missiles, rockets, and UAS to partners and proxies in Iraq, Lebanon, the Palestinian Territories, Yemen, and Russia.

March 2026

CSIS | MISSILE DEFENSE PROJECT

https://natsab.com/2021/06/27/woman-sacrifice-fire-they-are-related/

https://hermeneutics.stackexchange.com/questions/31046/

সুতরাং, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাইবেল যদি এই সবকিছু সুস্পষ্ট করে দিত, তাহলে আমরা সবাই একমত হতাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে কোনো বিভেদই থাকত না। কিন্তু যেহেতু গাব্রিয়েল যেমন বলেছিলেন, "এই সমস্ত বিষয় শেষকাল পর্যন্ত বন্ধ ও মোহর করা আছে ," আমার সন্দেহ হয় যে পিতা (যিনি একমাত্র নির্দিষ্ট বিষয় জানেন) বর্তমানে সেগুলোর মোহর খুলছেন এবং আমাদের মতো সতর্ক ব্যক্তিদের (যিশুর আজ্ঞা অনুসারে) নতুন বিষয় জানার সুযোগ করে দিচ্ছেন। বস্তুত, প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের ভূমিকায় কি বলা হয়নি যে পিতাই তা যীশুকে দিয়েছিলেন? প্রকাশিত বাক্য ১:১ – যীশু খ্রীষ্টের সেই প্রত্যাদেশ, যা ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর দাসদের দেখানোর জন্য , সেই সমস্ত বিষয় যা শীঘ্রই ঘটবে; এবং তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে তাঁর দাস যোহনের কাছে তা পাঠিয়েছিলেন ও জানিয়েছিলেন।

বাইবেল ওপর ওপর পড়লেই এর প্রজ্ঞা লাভ করা যায় না; কিছু বিষয় উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও একনিষ্ঠ অধ্যয়ন, প্রার্থনা এবং আমাদের শিক্ষক, পবিত্র আত্মার প্রতি আত্মসমর্পণ।

প্রকাশিত বাক্য, ইজেকিয়েল, দানিয়েল ইত্যাদির অসংখ্য তথ্যের সাথে মিলিয়ে আমার বিশ্লেষণমূলক উপসংহার হলো এই যে, ইরান সৌদি আরবে, বিশেষ করে মক্কায়, পারমাণবিক হামলা চালাবে এবং ঈশ্বরই ইরানের এই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে ইসলামের মূলে তার বিচার করবেন।

https://www.youtube.com/watch?v=uY20IFaWlsQ&t=0s

কেরমানশাহ থেকে মক্কা পর্যন্ত ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর উড্ডয়ন সময় এক ঘণ্টারও অনেক কম এবং প্রকাশিত বাক্য ১৮ অধ্যায়ের ১০, ১৭ ও ১৯ পদে তিনবার বলা হয়েছে, “এক ঘণ্টায় এত বিপুল সম্পদ ধ্বংস করা হয়েছে!”

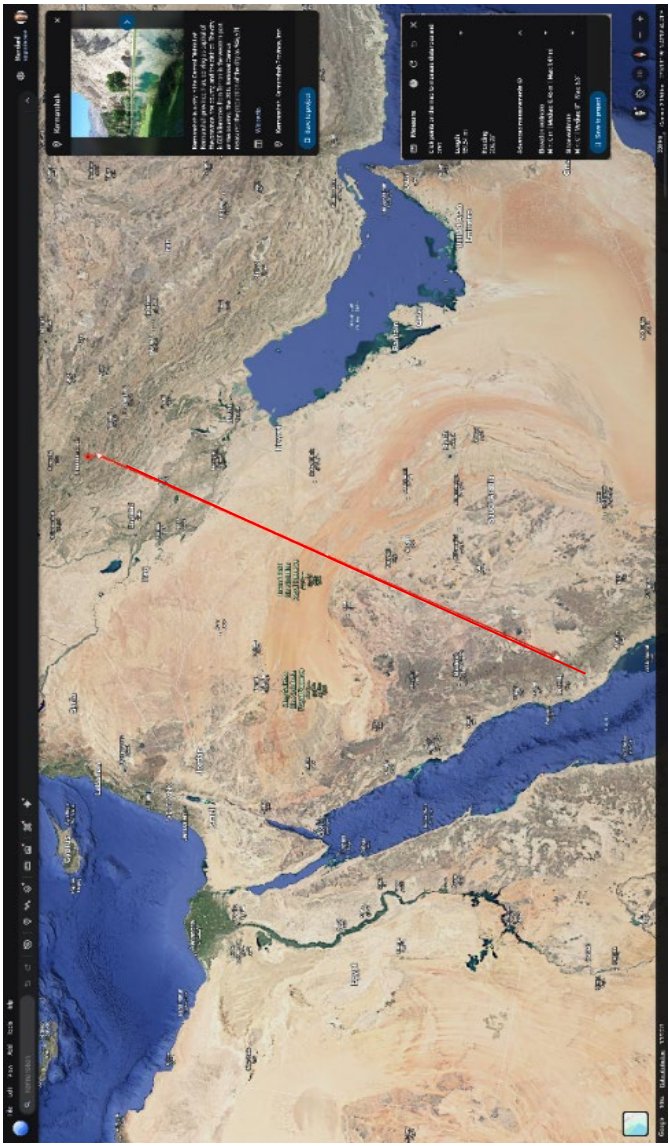

প্রকাশিত বাক্য ১৮ যে পুরোপুরি সৌদি আরবকে কেন্দ্র করে লেখা, তার আরেকটি সূত্র হলো দেশটির বিপুল ঐশ্বর্যের দীর্ঘ বর্ণনা।

> ১১ “আর পৃথিবীর বণিকেরা তার জন্য কাঁদে ও শোক করে, কারণ কেউ আর তাদের পণ্যসামগ্রী কেনে না। ১২ সেই পণ্যসামগ্রী—সোনা, রুপো, মূল্যবান পাথর, মুক্তা, মিহি মসলিন, বেগুনি রঙের বস্ত্র, রেশম ও লাল রঙের বস্ত্র, এবং সব ধরনের লেবু কাঠ, হাতির দাঁতের সব জিনিস, আর অতি মূল্যবান কাঠ, পিতল, লোহা ও মার্বেল পাথরের তৈরি সব জিনিস। ১৩ আর দারুচিনি, মশলা, ধূপ, সুগন্ধি, কুমড়ো, দ্রাক্ষারস, জলপাই তেল, মিহি আটা, গম, গবাদি পশু ও মেষ, এবং ঘোড়া, রথ, দাস ও মানুষের জীবন। ১৪ যে ফলের জন্য তোমরা আকাঙ্ক্ষা করতে, তা তোমাদের কাছ থেকে চলে গেছে, এবং যা কিছু বিলাসবহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল, তা তোমাদের কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং লোকেরা আর তা খুঁজে পাবে না। ১৫ এইসব জিনিসের বণিকেরা, যারা তার থেকে ধনী হয়েছিল, তারা তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদবে ও শোক করবে, ১৬ বলবে, ‘হায়, হায়, সেই মহান নগরী, যে মিহি মসলিন, বেগুনি ও লাল রঙের বস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং অলংকৃত ছিল।’ সোনা, মূল্যবান পাথর ও মুক্তা দিয়ে সজ্জিত; ১৭ কারণ এক ঘণ্টার মধ্যেই এত বড় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল!’ আর প্রত্যেক জাহাজমালিক, যাত্রী, নাবিক এবং যারা সমুদ্র থেকে জীবিকা নির্বাহ করে, তারা সবাই দূরে দাঁড়িয়ে রইল, ১৮ এবং তার জ্বলতে থাকা ধোঁয়া দেখে চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘এই মহান নগরীর মতো আর কোন নগরী আছে?’ ১৯ আর তারা নিজেদের মাথায় ধুলো ছিটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ও শোক করতে করতে চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘হায়, হায়, এই মহান নগরী, যার সম্পদে সমুদ্রে জাহাজ থাকা সকলে ধনী হয়েছিল, কারণ এক ঘণ্টার মধ্যেই তা ধ্বংস হয়ে গেল!’ ২০ হে স্বর্গ, এবং তোমরা সাধুগণ, প্রেরিতগণ ও ভাববাদীগণ, তোমরা তার জন্য আনন্দ করো, কারণ ঈশ্বর তার বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষে বিচার ঘোষণা করেছেন ।”

https://luxurylaunches.com/celebrities/lifestyle-and-networth-of-the-saudi-royal-family.php

লক্ষ্য করুন যে সমস্ত নাবিকেরা “তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিল।” তেজস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে দূরত্বই হলো প্রাথমিক প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এই কারণেই প্রকাশিত বাক্য ১৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ২২ আর তোমার মধ্যে বীণাবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ, বাঁশিবাদক ও তূরীবাদকদের শব্দ আর শোনা যাবে না ; আর তোমার মধ্যে কোনো কারুশিল্পীর কাজ আর পাওয়া যাবে না ; আর তোমার মধ্যে যাঁতার শব্দ আর শোনা যাবে না ; ২৩ আর তোমার মধ্যে প্রদীপের আলো আর জ্বলবে না; আর তোমার মধ্যে বর ও বধূর স্বর আর শোনা যাবে না ; কারণ তোমার বণিকেরা পৃথিবীর মহান ব্যক্তি ছিল, কেননা সমস্ত জাতি তোমার জাদুবিদ্যার দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল। ২৪ আর তার মধ্যে ভাববাদী ও সাধুগণের এবং পৃথিবীতে নিহত সকলের রক্ত পাওয়া গিয়েছিল।” যখন তেজস্ক্রিয়তা দ্বারা দূষিত হয় [যা ওয়ার্মউড নামেও পরিচিত], তখন সেখানে আর কেউ যেতে পারে না।

জাকারিয়া ১৪ অধ্যায়ে ঈশ্বরের মহামারীর প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে: ১২ আর এই সেই মহামারী যা দিয়ে সদাপ্রভু যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়া সমস্ত জাতিকে আঘাত করবেন; তারা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই তাদের মাংস পচে যাবে , তাদের চোখ কোটরের ভেতরে পচে যাবে এবং তাদের জিহ্বা মুখের ভেতরে পচে যাবে। এটা শুনে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রভাবের বর্ণনার মতো মনে হতে পারে।

যোয়েল ২ অধ্যায় ঈশ্বরের ক্রোধের রূপ কেমন হবে সে বিষয়ে আমাদের আরও একটি ইঙ্গিত দেয়:

আকাশে ও পৃথিবীতে আশ্চর্য কাজ দেখাবো ,
রক্ত, আগুন এবং ধোঁয়ার স্তম্ভ ।
৩১ “সূর্য অন্ধকারে পরিণত হবে
এবং চাঁদ রক্তে পরিণত হলো
প্রভুর সেই মহান ও ভয়ংকর দিন আসার পূর্বে।

মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে, কিন্তু ঈশ্বরই তাদের অন্তরে এমন করার প্রেরণা দেন। তিনি দুষ্ট জাতিগুলোকে ধ্বংস করার উপায় হিসেবে এটি করেন, যাতে অবশিষ্ট জাতিগুলো [যারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে দূরে অবস্থিত] জানতে পারে যে, তিনিই এবং একমাত্র তিনিই জীবন্ত ঈশ্বর।

আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী, বলছেন? এটা শুনে আমার কিসের কথা মনে পড়ছে?

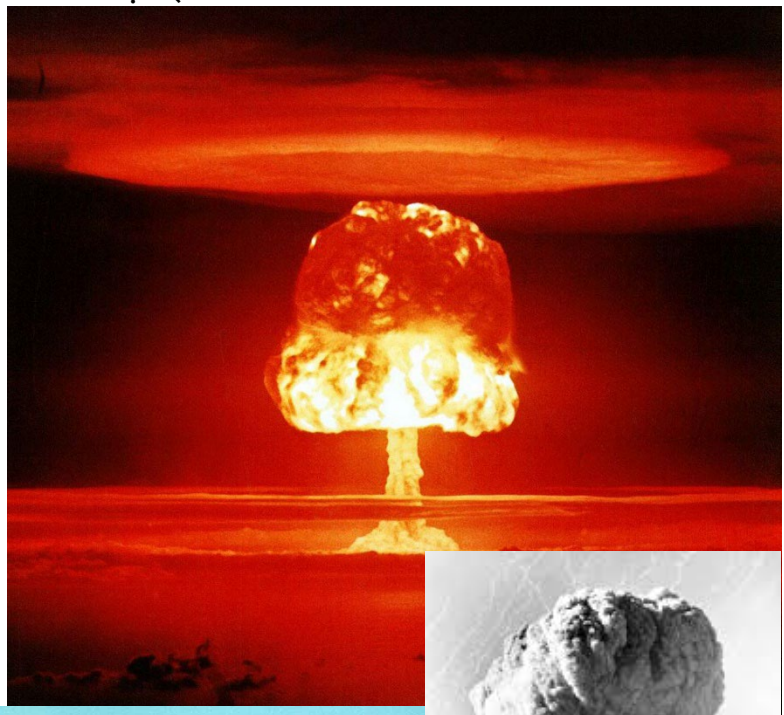

, “প্রভুর দিন” নামক সময়ে প্রভু কীভাবে জাতিসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন ও তাদের শাস্তি দেবেন, যখন তাঁর ক্রোধের সাতটি পাত্র ঢেলে দেওয়া হবে।

২ – কারণ সদাপ্রভুর ক্রোধ সকল জাতির বিরুদ্ধে,
এবং তাদের সকল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ;
তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছেন,
সে তাদেরকে জবাই করার জন্য সঁপে দিয়েছে।
৩ সুতরাং তাদের নিহতদের বাইরে ফেলে দেওয়া হবে,
এবং তাদের মৃতদেহগুলো থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে,
এবং পর্বতমালা তাদের রক্তে সিক্ত হবে।
৪ আর স্বর্গের সমস্ত বাহিনী ক্ষয় হয়ে যাবে,
আর আকাশকে পুঁথির মতো গুটানো হবে ;

আকাশকে এভাবে গুটিয়ে যেতে আগে কোথায় দেখেছি? হুমম...

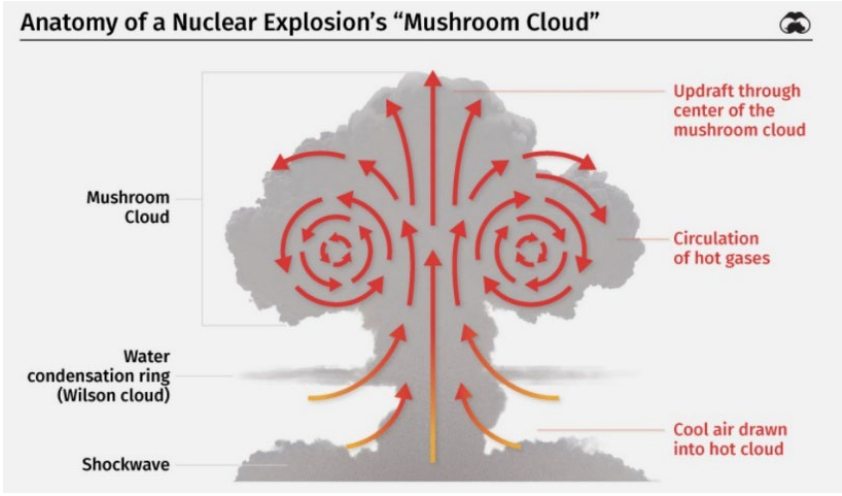

ঠিক একটা স্ক্রলের মতো দুই দিক থেকে গুটিয়ে নেওয়া?

এই সব পারমাণবিক বোমাগুলো বিস্ফোরিত হলে, আমি বাজি ধরে বলতে পারি, মাটি ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠবে! অনেকটা স্থানীয়ভাবে ভূমিকম্পের মতো, আর বিস্ফোরণের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে! আর আমি বাজি ধরে বলতে পারি, খুব কাছের বজ্রপাতের মতো কানেও তালা লেগে যাবে!

প্রভু কি কখনো বলেছেন যে এই দিনগুলিতে ভূমিকম্প, কম্পন, মেঘ ও ধূলিকণা, আকাশ অন্ধকার হয়ে যাওয়া এবং সূর্য ঢেকে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে?

রেভ ৬ এমন সব বর্ণনায় পরিপূর্ণ যা পারমাণবিক বিস্ফোরণ, মাশরুম মেঘ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এবং সৌর ও চন্দ্র বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিবন্ধকতার প্রভাব নির্দেশ করতে পারে।

১২ যখন তিনি ষষ্ঠ মোহরটি ভাঙলেন, আমি দেখলাম, তখন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হলো; এবং সূর্য পশুর পালের চটের মতো কালো হয়ে গেল, আর সমস্ত চাঁদ রক্তের মতো হয়ে গেল ;

১৩ আর আকাশের তারকারাজি পৃথিবীতে ঝরে পড়ল , যেমন প্রচণ্ড বাতাসে দুললে ডুমুর গাছ তার কাঁচা ডুমুরগুলো ঝরিয়ে দেয়।

১৪ আকাশমণ্ডল গুটানো পুঁথির মতো দু'ভাগ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক পর্বত ও দ্বীপ নিজ নিজ স্থান থেকে সরে গেল। ১৫ তখন পৃথিবীর রাজারা, মহামহিম ব্যক্তিরা, সেনাপতিরা, ধনীরা, বলবানরা, প্রত্যেক দাস ও স্বাধীন মানুষ পর্বতের গুহা ও শিলাখণ্ডের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে ফেলল।

১৬ তখন তারা পর্বত ও শিলাসমূহকে বলল, “আমাদের উপর পড়ো এবং
সিংহাসনে উপবিষ্ট তাঁর দৃষ্টির সামনে ও মেষশাবকের ক্রোধ থেকে
আমাদের লুকিয়ে ফেলো; ১৭ কারণ তাদের ক্রোধের মহাদিন এসে গেছে,
আর কে তাঁর সামনে দাঁড়াতে সক্ষম?”

ইজেকিয়েল ৩৮-৩৯ এর যুদ্ধসমূহ, এনবিসি যুদ্ধকৌশল

যিহিষ্কেল ৩৮-এর যুদ্ধটি মহাক্লেশের সময়ে সংঘটিত হবে এবং এতে ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামি ও *নবগঠিত* ইসলামি উভয় রাষ্ট্রই জড়িত থাকবে।

যিহিষ্কেল ৩৮:৪ – [ঈশ্বর তুরস্ককে বলছেন] আমি তোমাকে ঘুরিয়ে দেব এবং তোমার চোয়ালে বড়শি লাগাব, আর আমি তোমাকে বের করে আনব , [ঈশ্বরই সেই জন যিনি দুষ্ট জাতিদের শাস্তি দিতে ও ধ্বংস করতে চূড়ান্ত যুদ্ধ নিয়ে আসেন।]... ৫ পারস্য, ইথিওপিয়া এবং তাদের সঙ্গে পুতিন... ৮ ... শেষকালে তুমি আসবে... ইস্রায়েলের পর্বতমালায়... তুমি লুটপাট করার জন্য এক দুষ্ট পরিকল্পনা করবে... শেষকালে এমন ঘটবে যে আমি তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনব, যেন জাতিরা আমাকে জানতে পারে, যখন আমি তাদের চোখের সামনে তোমার মাধ্যমে পবিত্রীকৃত হব , হে গোগ।” ...২১ “আমি আমার সমস্ত পর্বতমালায় তার বিরুদ্ধে তরবারির জন্য আহ্বান করব,” প্রভু ঈশ্বর ঘোষণা করেন। প্রত্যেক মানুষের তরবারি তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে উঠবে। ২২ মহামারী ও রক্তপাত দ্বারা আমি তার বিচার করব; এবং আমি তার উপর, তার সৈন্যদলের উপর, ও তার সঙ্গে থাকা বহু জাতির উপর মুষলধারে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করব। ২৩ আমি নিজেকে মহিমান্বিত করব, নিজেকে পবিত্র করব এবং বহু জাতির দৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশ করব; আর তারা জানবে যে, আমিই সদাপ্রভু ।

নিউ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড বাইবেল®, কপিরাইট © ১৯৬০, ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৯৫ দ্য লকমান ফাউন্ডেশন কর্তৃক। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অনুমতিক্রমে ব্যবহৃত।

যিহিষ্কেল ৩৯:১১খ – “সুতরাং তারা গোগকে তার সমস্ত সৈন্যদলসহ সেখানে কবর দেবে এবং সেই স্থানের নাম রাখবে হামোনগোগের

উপত্যকা। ১২ সাত মাস ধরে ইস্রায়েলের বংশ দেশটিকে শুচি করার জন্য তাদের কবর দেবে। ১৩ এমনকি দেশের সমস্ত লোক তাদের কবর দেবে; আর যেদিন আমি নিজেকে মহিমান্বিত করব, সেদিন এটা তাদের গৌরবের কারণ হবে," প্রভু ঈশ্বর ঘোষণা করেন। ১৪ "তারা এমন লোক নিযুক্ত করবে যারা ক্রমাগত দেশের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করবে এবং যারা পথ চলবে তাদের কবর দেবে, এমনকি যারা মাটির উপরে পড়ে থাকবে, তাদেরও কবর দেবে, যেন দেশটি শুচি হয়। সাত মাস শেষে তারা অনুসন্ধান করবে। ১৫ যারা দেশের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করবে, তাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো মানুষের হাড় দেখতে পায়, তবে কবরদাতারা হামোনগোগের উপত্যকায় তা কবর না দেওয়া পর্যন্ত সেটির পাশে একটি চিহ্ন স্থাপন করবে। ... এইভাবে তারা দেশটিকে শুচি করবে।"

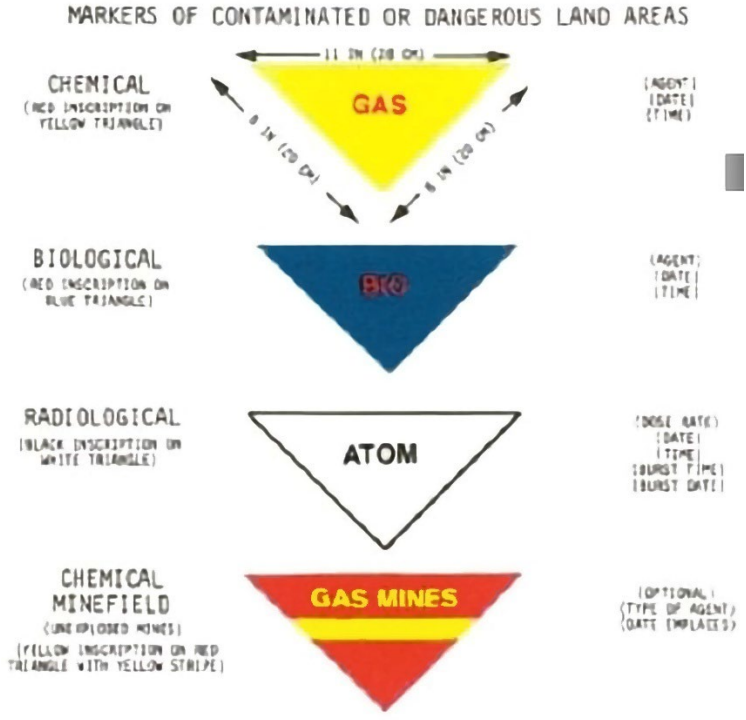

CHEMICAL CORPS
ELEMENTIS REGAMUS PROELIUM

উপসংহার

আমরা ২০২৬ সালে বাস করছি। আপনি এইমাত্র যা পড়লেন তা যদি সত্যি হয়, তবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আপনার হাতে এক বছরেরও কম সময় আছে।

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করার একটি বছর। নতুন দৃষ্টিতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করার একটি বছর। আপনার পরিবার, আপনার মণ্ডলী, আপনার সমাজকে সতর্ক করার একটি বছর। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি বছর যে, আপনি সেই দুই সাক্ষীর একজন হবেন—যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থানগুলিতে অসুস্থদের সুস্থ করেন, ভূত তাড়ান এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে যিশুর কাছে নিয়ে আসেন—নাকি আপনি লুকিয়ে থাকবেন, আপোস করবেন, অথবা পশুর ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবেন।

এটা কোনো তাত্ত্বিক বিষয় নয়। এটা কোনো সুদূর ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনাও নয়। **এটাই আপনার জীবন, যা শুরু হবে ২০২৭ সালের মার্চ মাস থেকে।**

আসছে এই:

২৭-২৮ মার্চ, ২০২৭:

ধ্বংসের ঘৃণ্য বস্তুর আবির্ভাব ঘটে। দাজ্জালের প্রকাশ ঘটে। ইসলামি খলিফা—মাহদি—বিশ্বমঞ্চে আবির্ভূত হন এবং পোপ তাঁকে সমর্থন করেন। ১,২৯০ দিনের কাউন্টডাউন শুরু হয়। বিশ্ব মুহূর্তের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে: মুসলিম, মসিহ-অস্বীকারকারী ইহুদি এবং ক্যাথলিকরা পশুর পক্ষ নেবে। ভণ্ড খ্রিস্টানরা তাদের সাথে যোগ দেবে। প্রকৃত বিশ্বাসীরা দৃঢ় থাকবে, এবং এর জন্য হয়তো তাদের সবকিছু হারাতে হতে পারে।

২৭-২৮ এপ্রিল, ২০২৭:

শেষ বর্ষণ বর্ষিত হচ্ছে। ১,২৬০ দিনের গণনা শুরু হচ্ছে। যদি আপনি বিশ্বস্ত হন, যদি আপনি আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে পবিত্রতার অন্বেষণ করেন, তবে আপনি সেই একই শক্তি লাভ করবেন যা যীশু প্রেরিত ২ অধ্যায়ে তাঁর প্রেরিতদের দিয়েছিলেন। আপনি অসুস্থদের সুস্থ করবেন। আপনি ভূত তাড়াবেন। আপনি জঙ্গিবাদী ইসলামিক ঘাঁটিগুলোতে যাবেন এবং যুদ্ধ, পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের বর্ষণ, অর্থনীতির পতন এবং নিপীড়নের তীব্রতার মধ্যেও লোকদের যীশুর কাছে নিয়ে আসবেন। আপনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ঈশ্বরের শক্তিতে আপনি হাসপাতালগুলোকে অচল করে দেবেন এবং আপনি তাঁর শত্রুদের পুড়িয়ে মারবেন!

এবং তারপর, বিশ্বের দেখা সবচেয়ে বিপজ্জনক ও গৌরবময় ধর্মপ্রচারের সাড়ে তিন বছর পর, আপনি আপনার মিশন সম্পন্ন করবেন। আপনাকে হত্যা করা হবে। আপনার শত্রুরা যখন উল্লাস করবে, আপনার দেহ রাস্তায় পড়ে থাকবে। এবং তারপর...

২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০৩০

তুমি বাড়ি যাও। নিহত হলে তুমি উঠে দাঁড়াও, অথবা মেঘের মাঝে তুলে নেওয়া হলে। যারা তোমার মৃত্যুতে উল্লাস করেছিল, সেই শত্রুরা আতঙ্কে দেখে যখন তুমি আকাশে যিশুর সঙ্গে মিলিত হতে ওঠো।

দশ দিন ধরে আপনি নব জেরুজালেমের অভ্যন্তরে নিরাপদে সুরক্ষিত থাকবেন, যখন ঈশ্বর সেই জগতের উপর তাঁর ক্রোধ বর্ষণ করবেন, যে জগৎ তাঁর পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁর সাক্ষীদের হত্যা করেছে।

৭ অক্টোবর, ২০৩০
(হামাসের হামলার ঠিক সাত বছর পর):

সহস্রাব্দীয় রাজত্ব শুরু হয়। আপনি খ্রীষ্টের সাথে ১,০০০ বছর রাজত্ব করেন। আপনি চিরকাল ধরে তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকেন।

তাহলে আগামী বছরটা দিয়ে আপনি কী করবেন?

আপনার যা শেখানো হয়েছে, তা চ্যালেঞ্জ করে বলে আপনি কি এটাকে অগ্রাহ্য করবেন? অস্বস্তিকর বলে কি আপনি এটাকে উপেক্ষা করবেন? নাকি আপনি বেরীয়দের মতো হবেন—মহৎ হৃদয়ের অধিকারী, যারা এই বিষয়গুলো সত্য কি না তা দেখার জন্য শাস্ত্র অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক?

আপনি যদি ২০২৬ সালে এটি পড়েন, তবে আপনার কাছে এখনও সময় আছে। অনুশোচনা করার সময়। পবিত্রতার পথে চলার সময়। মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মিশনের জন্য আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করার সময়। দুই সাক্ষীর একজন হওয়ার সময়।

কিন্তু সেই সময়টা অল্প।

সময় ফুরিয়ে আসছে। ২০২৭ সালের মার্চ মাস আসতে এক বছরেরও কম সময় বাকি।

এটা নষ্ট করবেন না।

আরও তথ্যের জন্য, মেসায়া ২০৩০ ইউটিউব চ্যানেলটি দেখুন:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgrdwDhdrOUnMNqpGm93UzxK8sCdLtqJo

কোনো প্রশ্ন আছে? সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করুন:
সি. লুক হামফ্রেস
info@plperoxide.com

অধ্যয়ন করুন। প্রার্থনা করুন। প্রস্তুতি নিন। এখনই সময়।